কেরাত শিক্ষা

প্রথম ভাগ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা, মুজাদ্দিদে জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর শাহসুফী আলহাজ্জ্ব হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী-খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাছছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, ফকিহ্ শাহ্ সুফী আলহাজ্জ্ব হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র

পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক

বশিরহাট "নবনূর কম্পিউটার ও প্রেস"

হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(মূদ্রণ সন ১৪২০)

মূল্য- ৫০ টাকা মাত্র

সুচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। প্রথম অধ্যায়	১
২। দ্বিতীয় অধ্যায়, কেরাতের ভ্রম	১৯
৩ মখ্‌রেজ হরুফের বিবরণ	৩৯
৪। মোশতাবেহোছ ছওত	৪৩
৫। অক্ষরগুলির ছেফাতের বিবরণ	৪৫
৬। এজহারের বিবরণ	৪৮
৭। এখফার বিরণ	৪৯
৮। গুন্না বিশিষ্ট এদগামের বিবরণ	৫১
৯। বেলাগুন্না এদগামের বিবরণ	৫২
১০। বায়ে কলবের বিবরণ	৫৩
১১। তসদিদ যুক্ত নুন কিম্বা মিমের বিবরণ	৫৩
১২। মিম ছাকেনের বিবরণ	৫৪
১৩। "রে" পোর ও বারিক পড়ার বিবরণ	৫৫
১৪। লামের পোর ও বারিক পড়ার বিবরণ	৫৯
১৫। এদগামের মছলাএন	৫৯
১৬। এদগামে মোতাজানেছাএন	৬০
১৭। এদগামে মোতাকারে বাএন	৬০
১৮। মদ্দের বিবরণ	৬১
১৯। এছকান রওম ও এশমাম	৭৬
২০। অক্‌ফের চিহ্নগুলির বিবরণ	৭৭

সুচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
২১। ছাকতার বিবরণ	৮১
২২। হায়ে জমিরের বিবরণ	৮১
২৩। যে যে স্থলে যের, যবর ও পেশ পরিবর্তনে কাফের হওয়ার আশঙ্কা আছে	৮২
২৪। হরফে শামছি ও কামারী	৮৫
২৫। এমালার বিবরণ	৮৫
২৬। হামযার তহকিকতবদীল ও তছহিল	৮৬
২৭। কতকগুলি জরুরী নিয়ম	৮৭
২৮। কোরআনের সাত মঞ্জেলের বিবরণ	৯১
২৯। সেছদায় তেলওয়াতের বিবরণ	৯২
৩০। তকবীর পাঠ ও কোরআন খতম করার নিয়ম	৯৪
৩১। মছলা	৯৫
৩২। কারীগণের নাম	৯৯
৩৩। কোরআন শরীফের পারা, রুকু, আয়াত, কলেমা, অক্ষর, জের, যবর, পেশ ইত্যাদির সংখ্যা	৯৯

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله
سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين *

কেরাত শিক্ষা

★★★

(প্রথম ভাগ)

★★★

প্রথম অধ্যায়

কোরআন;— وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

"এবং তুমি 'তরতিল'সহ কোরআন পাঠ কর।"

তফছিরে রুহোল বায়ান, ৪/৪৯৮ পৃষ্ঠা;—

"কোরা-আন শরীফ ধীরে ধীরে অক্ষরগুলি স্পষ্ট করিয়া ও জের জবর, পেশ প্রকাশ করিয়া পড়াকে তরতিল বলে। হজরত নবি (ছাঃ) কোর-আন শরীফ যেরূপ নাজেল করা হইয়াছিল, সেইরূপ 'তজবিদ' সহ পাঠ করিতেন। অক্ষরগুলি উচ্চারণ স্থল হইতে বাহির করিয়া ও তৎসমস্ত ছেফাৎসহ আদায় করিয়া শব্দগুলি সুন্দরভাবে পাঠ করাকে 'তজবিদ' বলা হয়।"

তফছিরে আজিজি (পারায় তাবারাক) ১৭৯ পৃষ্ঠা;—

তরতিলের আভিধানিক অর্থ-স্পষ্টভাবে পাঠ করা। শরিয়তে পূর্ণ তরতিলের জন্য কোর-আন পাঠ করিতে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী;—

১) অক্ষরগুলি শুদ্ধ উচ্চারণ করা—যেন দোয়াদ স্থলে জোয়াদ এবং তোয়ে স্থলে তে বাহির না হয়।

২) অক্ফগুলি সুন্দরভাবে আদায় করা, যেন অযথা স্থলে একটি কথাকে অন্যের সহিত যোগ না করা হয় এবং অযথা স্থলে থামা না হয় এবং আল্লাহ-তায়ালার কালামের স্পষ্টভাব পরিবর্ত্তন না হইয়া পড়ে।

৩) জের, জবর ও পেশকে স্পষ্ট পৃথক ভাবে পাঠ করা, যেন একটি অন্যটির সহিত মিশ্রিত না হইয়া যায়।

৪) আওয়াজকে একটু উচ্চ করা যেন কোরআনের শব্দগুলি জিহ্বা হইতে কর্ণে প্রবেশ করে এবং তথা হইতে হৃদপিণ্ডে প্রতিধ্বনিত হয়, ইহাতে উক্ত হৃদয়ে আগ্রহ, আসক্তি ও ভয় প্রকাশিত হইতে থাকে।

৫) মিষ্ট আওয়াজে এবং মধুর সুরে পাঠ করা, যেন আত্মায় উহার আছর (ক্রিয়া) পৌঁছিতে পারে।

৬) তশদিদ ও মদ্দগুলি যথাযথ ভাবে আদায় করা, ইহাতে আল্লাহর কালামের মহিমা ও গৌরব প্রকাশিত হয়।

৭) যদি কোরআনের কোন স্থলে কোন ভয়াবহ বিষয়ের উল্লেখ হয়, তবে একটু বিলম্ব করিয়া খোদার নিকট উদ্ধার প্রার্থনা করিতে থাকিবে, যদি কোন বাঞ্ছনীয় বিষয়ের উল্লেখ হয়, তবে একটু থামিয়া খোদার নিকট উহার যাচ্ঞা করিবে, যদি কোন দোয়া কিম্বা জেকর শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তবে একটু থামিয়া উহা অন্ততঃ একবার উচ্চারণ করিবে।

মাজালেছোল আরবার, ২৭৭ পৃষ্ঠা ;—

"নামাজের একটি রোকন (ফরজ) কোরআন পাঠ করা, যাহা সমধিক দ্বিভাষায় নাজিল করা হইয়াছে, কাজেই সমধিক শুদ্ধ কোরআন

পাঠ করা জরুরী। ইহা 'তজবিদ' ব্যতীত সম্ভব হইতে পারে না, এসূত্রে তজবিদের উপর আমল করা একান্ত ফরজ হইয়া গেল, কেননা আল্লাহতায়ালা কোরআন শরিফ তজবিদ সহ নাজিল করিয়াছেন, কেননা খোদাতায়ালা বলিয়াছেন;—

وَرَتِّلْهُ تَرْتِيلًا এই আয়তের 'তরতিল' শব্দের অর্থ তজবিদ, হজরত আলি (রাঃ) এই আয়ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হওয়ায় বলিয়াছিলেন, অক্ষরগুলির তজবিদ (শুদ্ধ উচ্চারণ) এবং অক্‌ফগুলি অবগত হওয়াকে 'তরতিল' বলা হয়। তজবিদের অর্থ জিহ্বাকে চিবাইয়া, মুখ চাপিয়া রাখিয়া, চোয়ালকে বাঁকা করিয়া ও শব্দ ঘুরাইয়া পাঠ করা নহে, কেননা এইরূপ কেরাত মেজাজ না পছন্দ করিয়া থাকে এবং অন্তর ও কর্ণ উহা পছন্দ করে না বরং এরূপ সোজা পরিষ্কারভাবে পড়াকে তজবিদ বলা হয়, যাহাতে জিহ্বা চিবাইতে হয় না, ভাবভঙ্গি প্রকাশ করিতে হয় না ও কষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয় না। যখন তজবিদ ফরজ হইল, তখন উহার বিপরীত পাঠ করা হারাম হইল, কেননা কোর-আন শরীফ স্বীয় শব্দের শুদ্ধতা ও মর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দরতার জন্য মো'জেজা (অতুলনীয়) হইয়াছে, এক্ষেত্রে উহা শুদ্ধভাবে পড়িলে, তজবিদ সহ পড়া হইল। আর উহা শুদ্ধভাবে না পড়িলে, 'লাহন' হইবে, 'লাহন' আরবী অভিধানে কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এস্থলে উহার অর্থ ভ্রম ও সত্য বিচ্যুত হওয়া। এই ভ্রম দুই প্রকার—স্পষ্ট ও অস্পষ্ট। শব্দ সমূহের ভ্রম ও স্থল বিশেষে মর্ম্মের পরিবর্ত্তনকে স্পষ্ট ভ্রম বলা হয়। ইহাতে নামাজ বাতীল হইয়া যায়।

কেরাত তত্ত্ববিদ বিদ্বানগণ এবং অন্যান্য বিদ্বানগণ এই ভ্রম বুঝিতে পারেন, কেননা ইহা কখন জের, জবর, পেশ ও ছকুন পরিবর্ত্তনে হইয়া থাকে, কখন একটি অক্ষর কম বেশী করায় এবং একটি অক্ষরকে অন্য অক্ষরের সহিত পরিবর্ত্তন করায় হইয়া থাকে। শব্দ সমূহের ক্রটীকে অস্পষ্ট ভ্রম বলা হয়। ইহাতে অর্থের পরিবর্ত্তন হয় না এবং নামাজ বাতীল হয় না বরং ফাছাহাতের ক্রটী সাধিত হয় এবং অশুদ্ধতার সৃষ্টি

হয়, এই হেতু কোরআন শরিফে উহা হারাম হইয়াছে, যথা বাজ্জাজিয়া কেতাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কোরআন শরিফে ভ্রম করা হারাম, ইহাতে কাহারও মতভেদ নাই, কেননা আল্লাহ বলিয়াছেন "(আমি) আরবী কোরআন (নাজিল করিয়াছি), উহাতে বক্রতা নাই।"

এই অস্পষ্ট ভ্রম কেবল কেরাত তত্ত্ববিদ বিদ্বানগণ অবগত হইয়া থাকেন, কেননা ইহা 'রে' অক্ষরের ডবল করাতে 'নুন' অক্ষরের অনুনাসিকভাবে উচ্চারণ করাতে 'লাম' অক্ষরের 'পোর' করাতে, গোনাকে নাসিকায় লইয়া যাওয়াতে। 'এদগাম' স্থলে 'এদগাম' ত্যাগ করাতে, 'এখফা' স্থলে 'এখফা' ত্যাগ করাতে 'এজহার' স্থলে 'এজহার' ত্যাগ করাতে 'কলব' করা স্থলে 'কলব' ত্যাগ করাতে, 'পোর' করিয়া পড়া স্থলে 'পোর' না করাতে এবং 'বারিক' করিয়া পড়া স্থলে 'বারিক' না করাতে ঘটিয়া থাকে, এই সমস্তের অর্থ বিকৃতি না হইলেও শব্দের বিকৃতি ঘটিয়া থাকে, কেননা ইহাতে শব্দের সৌন্দর্য্য ও লালিত্য বিনিষ্ট হইয়া যায়, ফাছাহাতের ত্রুটী সাধিত হয়। আর কোন ইমানাদার কোরআনের ফছিহ (শুদ্ধ) না হওয়ার মত ধারণ করিতে পারে না। এই হেতু নামাজের মধ্যে এবং বাহিরে এইরূপ পরিবর্ত্তনগুলি হারাম হইয়াছে।

ইহার বিবরণ এই যে, কোরআন শরীফ বিশুদ্ধ আরবদিগের সমধিক 'ফছিহ' (শুদ্ধ) ভাষায় নাজিল করা হইয়াছে, উহা কোরাএশ, হোজাএল, হাওয়াজেন, তাই, ছোকাফে, এয়মন ও বনু-তমিম সম্প্রদায়ের ভাষা; কাজেই কোরআন পাঠে তাহাদের ভাষা সমূহের উক্ত নিয়ম কানুনগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, যাহা তাহাদের ভাষাগুলির পক্ষে জরুরী ও প্রচলিত রীতি এমন কি তদ্ব্যতীত তাহারা উহা পছন্দ করেন না। যথা—অক্ষর গুলিকে উহাদের উচ্চারণস্থল হইতে বাহির করা, তৎসমস্তের ছেফাতগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা, 'বারিক' করা স্থলে 'বারিক' করা 'পোর' পড়া স্থলে 'পোর' পড়া মদ্দের স্থলে মদ্দ করা, কছর স্থলে কছর করা, এদগাম স্থলে এদগাম করা, এজহার স্থলে এজহার করা, এখফা স্থলে এখফা করা ইত্যাদি।

এক্ষেত্রে যদি ক্বারী এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখে, তবে যেন সে ব্যক্তি আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় কোরআন পড়িল, যদিও সে ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে ক্বারী হয়, তথাচ প্রকৃত পক্ষে ক্বারী নহে, বরং বিদ্রূপকারী নামের যোগ্য। তাহার কোরআন পড়া অপেক্ষা না পড়াই উত্তম। কেননা সে ব্যক্তি এইরূপ কোরআন পাঠে উক্ত দলভুক্ত হইল—যাহাদের চেষ্টা দুনইয়ার জীবনে বিফল হইয়া গিয়াছে, অথচ তাহারা ধারণা করিতেছে যে, নিশ্চয় তাহারা উৎকৃষ্ট কার্য্য করিতেছে। এই হেতু এমাম এবনোল-জওজি 'নাশর' নাকম কেতাবে লিখিয়াছেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, এই উম্মত যেরূপ কোরআন শরিফের মর্ম বুঝিতে ও উহার হদগুলি কায়েম রাখিতে আদিষ্ট হইয়াছে, সেইরূপ উহার শব্দগুলি ছহিহ ভাবে পড়িতে এবং উহার অক্ষরগুলি উক্ত নিয়মে শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছে—যাহা কেরাত তত্ত্ববিদ এমামগণ কর্ত্তৃক শ্রেষ্ঠতম ফকিহ হজরত আরাবী নবি (ছাঃ) হইতে ধারাবাহিক ছনদে উল্লিখিত হইয়াছে, এই নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করা এবং ইহার ব্যতিক্রম করিয়া অন্য পন্থা অবলম্বন করা জায়েজ নহে। লোক এসম্বন্ধে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে, এক শ্রেণী-শুদ্ধ পাঠকারী ছওয়াব লাভের উপযুক্ত, দ্বিতীয় শ্রেণী-ভ্রমকারী গোনাহগার এবং তৃতীয় শ্রেণী-ক্ষমার পাত্র। যে ব্যক্তি শুদ্ধ ফছিহ আরবী ভাষায় আল্লাহতায়ালার কালাম শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে সক্ষম হয় এবং ইহা সত্ত্বেও মন্দ অশুদ্ধ 'আজামি' শব্দ উচ্চারণ করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় ক্রুটীকারী এবং বিনা সন্দেহে গোনাহগার হইবে। আর যে ব্যক্তির জিহ্বা শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে অক্ষম হয় কিম্বা যে ব্যক্তি প্রাপ্ত না হয় যে, তাহাতে শুদ্ধ উচ্চারণ প্রণালী শিক্ষা প্রদান করে, এইরূপ ব্যক্তি (তাহার আপত্তি গ্রাহ্য হইতে পারে) কেননা আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, "আল্লাহ কাহারও প্রতি তাহার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করেন না।"

কিন্তু তাহার পক্ষে সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া (শুদ্ধ উচ্চারণ করার) চেষ্টা করা ওয়াজেব, আশা করা যায় যে, আল্লাহ ইহার পরে তাহাকে সক্ষম করিয়া দিবেন।

ইহাতে সন্দেহ নাই যে, ইহা এই প্রকার ফরজে আএন নহে যে, ইহাতে কঠিন শাস্তি হইবে, কিন্তু ইহাতে শাস্তির আশঙ্কা আছে।

কোরআনের শব্দ ও অর্থের পরিবর্ত্তন হইয়া পড়ে, এতৎসংক্রান্ত কেরাতের নিয়ম কানুনগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা ওয়াজেব, আর উহার শব্দের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন হয় ও পাঠের মধুরতা লাভ হয়। এতৎসংক্রান্ত নিয়মগুলি শিক্ষা করা মোস্তাহাব, এই প্রকার শিক্ষা করা এই জন্য মোস্তাহাব বলিতেছি যে, অস্পষ্ট ভ্রম যাহা সুদক্ষ ক্বারিগণ ব্যতীত অবগত হইতে পরে না যথা 'রে' ডবল পড়া, নুন আনুনাসিক ভাবে পড়া, লামকে বারিক করা স্থলে পোর পড়া, 'রে' অক্ষরকে পোর করা স্থলে বারিক পড়া, নিয়মগুলি পালন করা ফরজ আএন হইতে পারে না, যাহাতে শাস্তি হইতে পারে, কেননা ইহাতে অসাধ্য আদেশ প্রদান করা হইবে, আর কোরআন শরিফে আছে, খোদা কোন লোকের উপর অসাধ্য ভার অর্পণ করেন না।"

মোল্লা আলি কারী মনহে-ফেকরিয়া কেতাবের ১৮।১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"ক্বারীর পক্ষে কোরআনের তজবিদ শিক্ষা করা লাজেম বা জরুরী, তজবিদের অর্থ কোরআনের শব্দগুলি সুন্দর করিয়া পড়া অর্থাৎ অক্ষরগুলিকে উহাদের উচ্চারণস্থল সমূহ হইতে বাহির করা এবং উহাদের ছেফাতগুলি এবং তৎসংলগ্ন বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা। এই এলম শিক্ষা করা ফরজে কেফায়া, ক্বারীর পক্ষে ইহার প্রতি আমল করা ফরজে আএন। তজবিদের সূক্ষ্ম বিষয়গুলি শিক্ষা করা মোস্তাহাব। (কোরআনের) লাহন (ভ্রম) দুই প্রকার, প্রথম জলি (স্পষ্ট), দ্বিতীয় ফকি (অস্পষ্ট) স্পষ্ট ভ্রম শব্দের ভুল অর্থের ত্রুটি এবং জের, জবর ইত্যাদির পরিবর্ত্তন জের স্থলে পেশ কিম্বা জবর পড়াকে বলা হয়, ইহাতে অর্থের পরিবর্ত্তন হউক, আর না হউক। অস্পষ্ট ভাব অক্ষরের ত্রুটিকে বলা হয়, যথা এখফা, কল্‌ব, এজহার, এদগাম ও গোন্না ত্যাগ করা, পোর স্থলে বারিক পড়া, বারিক স্থলে পোর পড়া, মদ্দ না হওয়া স্থলে মদ্দ পড়া, মদ্দ স্থলে উহা লোপ

করা ইত্যাদি।

"অনেক কোরআনের ক্কারী আছে, যাহাদের উপর কোরআন লানত (অভিসম্পাত) করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি উহার শব্দ বা মর্ম্মের ব্যতিক্রম ঘটায় বা আমলে ত্রুটি করে, তাহার সম্বন্ধে ইহা কথিত হইয়াছে। (কোরআনের) এক অক্ষরের স্থলে অন্য অক্ষর পরিবর্ত্তন করিলে কিম্বা জের, জবর ইত্যাদি পরিবর্ত্তন করিলে শব্দ এবং মর্ম্মের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে।

কাজিখান ৭৫ পৃষ্ঠা ও আলমগিরি ৮৩ পৃষ্ঠা,—

وان كان الرجل ممن لا يحسن بعض الحروف
ينبغى ان يجهد ولا يعذر فى ذلك فان كان لا ينطلق
لسانه فى بعض الحروف ان لم يجد آية ليس فيها
تلك الحروف تجوز صلوته ولا يؤم غيره وان وجد آية
ليس فيها تلك الحروف فقرأها جازت صلاته عند الكل
وان قرأ الاية التى فيها تلك الحروف قال بعضهم لا
يجوز صلاته وهو الصحيح كذا فى المحيط *

"যদি কোন ব্যক্তি কতক অক্ষরের শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে না পারে, তবে তাহাকে কাঠোর পরিশ্রম করা জরুরী এবং উক্ত বিষয়ে তাহার আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না। (এই চেষ্টা সত্ত্বেও) যদি তাহার জিহ্বায় কতক অক্ষর উচ্চারিত না হয়, আর সে ব্যক্তি এরূপ কোন আয়ত না পায় যাহাতে উক্ত অক্ষরগুলি না থাকে, তবে তাহার নামাজ জায়েজ হইবে, কিন্তু সে ব্যক্তি অন্যের এমামত করিতে পারিবে না। আর যদি সে ব্যক্তি এরূপ কোন আয়ত প্রাপ্ত হয় যাহাতে উক্ত অক্ষরগুলি না থাকে এবং উহা পাঠ করে, তবে তাহার নামাজ সকলের মতে জায়েজ হইবে। আর যদি এরূপ আয়ত পাঠ করে যাহাতে উক্ত অক্ষরগুলি থাকে, তবে কতক বিদ্বান বলিয়াছেন যে, তাহার নামাজ জায়েজ হইবে না। ইহাই ছহিহ মত, এইরূপ মুহিত কেতাবে আছে।" এইরূপ শামীর ১/৬০৮।৬০৯ পৃষ্ঠায়,

ফৎহোল-কদীরের ১/১২৯ পৃষ্ঠায় এবং খোলাছাতোল ফাতাওয়ার ১১০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

কবিরি, ৪৫২।৪৫৩ পৃষ্ঠা,—

قال صاحب المحيط و المختار للفتوي فی جنس هذه المسائل انه ان كان يجتهد اناء الليل و اطراف النهار فی التصحيح و لا يقدر عليه فصلاته جائزة و ان ترك جهده فصلوته فاسدة و ان ترك جهده فی بعض عمره لا يسعه ان يترك فی باقی عمره و لو ترك نفسد صلوته و ذكر فی فتاوي الحجة اما اذا تركوا التصحيح وا لجهد فسدت صلوتهم *

মুহিত প্রণেতা বলিয়াএছেন, এই প্রকার মছলা সমূহে ফৎওয়ার পক্ষে মনোনীত মত এই যে, যদি সে ব্যক্তি শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে রাত্রির কতক সময় এবং দিবসের এক ভাগ খুব চেষ্টা করে, অথচ শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে সক্ষম না হয়, তবে তাহার নামাজ জায়েজ হইবে। আর যদি চেষ্টা করা ত্যাগ করে, তবে তাহার নামাজ বাতীল হইবে।

আর যদি সে ব্যক্তি নিজের জীবনের একাংশ উহার জন্য চেষ্টা না করিয়া থাকে, তবে তাহার জীবনের অবশিষ্টাংশ (উহা) ত্যাগ করা জায়েজ হইবে না। আর যদি (উহা) ত্যাগ করে, তবে তাহার নামাজ বাতীল হইবে।

ফাতাওয়ায় হোজ্জাতে লিখিত হইয়াছে, যদি এরূপ লোকেরা শুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা করার চেষ্টা ত্যাগ করে, তবে তাহাদের নামাজ বাতীল হইবে।"

মেশকাত, ১৯ পৃষ্ঠা,—

اقرؤا القرأن بلحون العرب و اصواتها و اياكم و لحون اهل الفسق و لحون اهل الكتابين فانه سيجيء بعدي قوم يرجعون القرآن ترجيع الغناء و النوح لا يجاوز

حناجرهم مفتونة قلوبهم و قلوب الذين يعجبهم شانهم رواه البيهقى *

"হজরত ছাঃ বলিয়াছেন, তোমরা আরবদিগের স্বরে এবং আওয়াজে কোরআন পাঠ কর, তোমরা বদকারদের সুর ও য়িহুদী খ্রীষ্টানদিগের সুর হইতে পরহেজ কর, কেননা আমার পরে একদল লোক আসিবে তাহারা সঙ্গীত ও আত্মীয়-বিচ্ছেদে ক্রন্দন করার ন্যায় কোরআন পড়িতে আওয়াজকে টানিয়া ছোট বড় করিবে, উক্ত কোরআন পাঠ তাহাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করিবে না। তাহাদের হৃদয় এবং যাহারা তাহাদের কার্য পছন্দ করে তাহাদের কুলুষিত হইয়াছে।" বয়হকি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

আরও মেশকাত;—

حسنوا القرآن باصواتكم فان الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا رواه الدارمي *

হজরত ছাঃ বলিয়াছেন, তোমরা কোরআনকে তোমাদের আওয়াজ দ্বারা সুন্দর কর কেননা মিষ্ট আওয়াজ কোরআনের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। দারমি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

মেশকাত,— زينوا القرآن باصواتكم

"হজরত ছাঃ বলিয়াছেন, তোমরা নিজেদের আওয়াজ দ্বারা কোরআনের সৌন্দর্য্য প্রকাশ কর।"

মেরকাত, ২/৬১৪ পৃষ্ঠা;—

و قيل المراد تزيينه بالترتيل و التجويد و تليين الصوت و تحزينه و اما التغنى بحيث يخل بالحروف زيادة و نقصانا فهو حرام يفسق به القاري و يأثم به المستمع و يجب انكاره فانه من اسوء البدع و افحش الابداع *

"কতক বিদ্বান উহার অর্থে বলিয়াছেন, তরতিল ও তজবিদ দ্বারা আওয়াজ নরম ও চিত্তাকর্ষক করিয়া কোরআনের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করা, কিন্তু যাহাতে অক্ষর কম বেশী হইয়া পড়ে, এরূপ সঙ্গীতের সুরে পড়া হারাম, ইহাতে ক্কারী ফাছেক হইবে এবং শ্রোতাও গোনাহগার হইবে, ইহার প্রতি এনকার করা ওয়াজেব, কেননা ইহা অতি কদর্য্য বেদয়াত।"

ছহিহ বোখারি ও মোছলেম;—

ما اذن الله لشيء ما اذن لنبي يتغنى بالقرآن *

"আল্লাহ যেরূপ নবি (ছাঃ)কে মিষ্ট স্বরে কোরআন পড়িতে অনুমতি দিয়াছেন, এরূপ অন্য কোন বিষয়ে অনুমতি দেন নাই।"

আরও ছহিহ বোখারি ও মোছলেম;—

ما اذن الله لشيء ما اذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به *

"আল্লাহ নবি (ছাঃ) কে যেরূপ মিষ্ট স্বরে কোরআন পড়িয়া উহা প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়াছেন, এরূপ অন্য কোন বিষয়ে অনুমতি দেন নাই।"

ছহিহ বোখারি;—

ليس منا من لم يتغن بالقرآن *

"হজরত ছাঃ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোরআন মিষ্ট স্বরে না পড়ে সে আমার তরিকায় নহে।"

মেরকাত, ২।৬১১ পৃষ্ঠা;—

و المراد بالتغنى تحسين الصوت و ترقيقه و تحزينه كما قال به الشافعى و اكثر العلماء و قال سفيان بن عيينة و تبعه جماعة معناه الاستغناء به عن الناس و قيل عن غيره من الاحاديث و الكتاب و قال الازهرى يتغنى به يجهر به كما يدل عليه الرواية الاخرى *

(আরবি تَغَنّى শব্দের মর্ম্মে মতভেদ হইয়াছে) (এমাম) শাফেয়ি ও অধিকাংশ বিদ্বান বলিয়াছেন, হাদিছের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি স্বর মিষ্ট নরম ও চিত্তাকর্ষক করিয়া কোরআন না পড়ে, সে ব্যক্তি আমার তরিকার অনুসরণকারী নহে। ছুফিয়ান বেনে ওয়ায়না বলিয়াছেন যে ব্যক্তি কোরআন শরিফের দ্বারা অভাব পূর্ণ করিতে না পারিয়া লোকের কিম্বা অন্যান্য কথা ও কেতাবের আশ্রয় প্রার্থী হইয়াছে, সেই ব্যক্তি আমার অনুগামী নহে। একদল বিদ্বান এই মতের অনুসরণ করিয়াছেন।

আজহাবি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি স্পষ্ট প্রকাশ্য ভাবে কেরান পাঠ না করে সেই ব্যক্তি আমার অনুগামী নহে। অন্য রেওয়াএতে এই অর্থ বুঝা যায়।"

তরিকায় মোহাম্মদীয়ার টীকা, ৩।২৬৫-২৭১ পৃষ্ঠা;—

কোরআন পাঠ, জেকর ও দো'য়া করা কালে সঙ্গীত করিলে, পরিবর্ত্তন সৃষ্টি করে, (কোরআনে) পরিবর্ত্তন করা বিনা মতভেদে হারাম।

মিষ্ট স্বরে কোরআন পাঠ যাহাতে কোন পরিবর্ত্তন না হয় এবং অক্ষরের কম বেশী না হয়, মোস্তাহাব।

হাদিছে যে تَغَنّي শব্দ আছে, উহার অর্থ সঙ্গীতের সুরে পাঠ ও অক্ষরের বিকৃতি ও পরিবর্ত্তন করা নহে, ইহার প্রথম কারণ এই যে, যদি কোন ক্বারী শব্দ মিষ্ট না করিয়া কোরআন পড়ে, তবে ছওয়াবের অধিকারী হয়, ইহাতে এমামগণের মতভেদ নাই, তবে কিরূপে শাস্তির উপযুক্ত হইবে?

দ্বিতীয়—নবি (ছাঃ) বদকার ও য়িহুদী খ্রীষ্টানদিগের সুরে ও রাগ-রাগিনী সহ কোরআন পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন।

তৃতীয়—ফকিহ্‌গণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, সঙ্গীতের সুরে কোরআন পাঠকারী এবং উহার শ্রোতা উভয়ে গোনাহগার হইবে।

বাজ্জাজি (রঃ) বলিয়াছেন, সঙ্গীতের সুরে কোরআন পড়া গোনাহ, পাঠকারী ও শ্রোতা উভয়ে গোনাহগার হইবে। ইহা মাজমায়োল ফাতাওয়াতে

আছে। বাজ্জাজি বলিয়াছেন, কোরআনে রাগরাগিনী করা বিনা মতভেদে হারাম।

জয়লয়ী বলিয়াছেন, কোরআন পড়িতে আওয়াজ টানিয়া ছোট করা ও রাগরাগিনী করা জায়েজ নহে এবং উহা শ্রবণ করা জায়েজ নহে, কেননা ইহা বদকারদিগের কার্য্যের তুল্য।

তাতারখানিয়াতে আছে, কোরআনে যে تَغَنِّيْ তাগান্নি' করার কথা আছে, উহার অর্থ মিষ্ট স্বরে পাঠ করা, ইহাতে শব্দের পরিবর্ত্তন করে না, ইহা কোরআন পাঠের সৌন্দর্য্য স্বরূপ, ইহা আমাদের মজহাবে নামাজের মধ্যে ও বাহিরে মোস্তাহাব।

যদি এরূপ সুরে পাঠ করা হয় যে উহাতে শব্দের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যায়, তবে উহাতে নামাজ নষ্ট হইয়া যায় এবং উহা নিষিদ্ধ হইবে।

তুরপুস্তি বলিয়াছেন, এরূপ মিষ্টস্বরে কোরআন পাঠ কর যে, উহাতে শ্রোতাদিগের হৃদয়ে আগ্রহ বলবৎ হয়, অন্তর বিগলিত হয় এবং চক্ষে অশ্রুপাত হয়, কিন্তু অক্ষরগুলি যথাযথ রূপে উচ্চারণ করিতে বাধা প্রদান না করে এবং কোন অক্ষর কিম্বা জের, জবর পরিবর্ত্তন না করে, তবে এরূপ মিষ্টস্বরে কোরআন পাঠ মোস্তাহাব হইবে। আর যদি উহাতে অক্ষরগুলি যথাযথভাবে উচ্চারণ করার বাধা প্রদান করে এবং কোন অক্ষর কিম্বা জের, জবর ইত্যাদি পরিবর্ত্তন করে, তবে এইরূপ মিষ্টস্বরে কোরআন পাঠ মকরূহ তহরিমি হইবে।

আর সঙ্গীত বিদ্যার প্রবর্ত্তকগণ যেরূপ রাগরাগিনীসহ কবিতা গজল মছনবী পাঠ করিয়া থাকে, সেইরূপ তালমানের সহিত কোরআন পাঠ করিয়া থাকে, এমন কি অতিরিক্ত রাগরাগিনী ও তালমানের জন্য শ্রোতা কোরআন বুঝিতে পারে না, ইহা অতি কদর্য্য বেদয়াত, ইহাতে আল্লাহতায়ালার কালাম বিকৃতি ও পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। এইরূপ কার্য্যের অতি লঘু ব্যবস্থা এই যে, শ্রোতার পক্ষে এনকার করা এবং পাটকারীর পক্ষে তা'জির ওয়াজেব ধারণা করা।

এমাম নাবাবি লিখিয়াছেন, কাজিল কোজাত এমাম মাওয়ারদি

শাফেয়ি 'কেতাবোল-হা'বিতে বর্ণনা করিয়াছেন, সঙ্গীত বিদ্যার অনুকরণে রাগরাগিনীসহ কোরআন পাঠ করাতে কোরআনের প্রকৃত শব্দগুলির পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যায়, যেহেতু উহাতে কোন স্থলে জের, জবর ইত্যাদি বেশী করা হয়, কোন স্থলে উহা লোপ করা হয় যে, উহাতে কোরআনের শব্দ অস্পষ্ট হইয়া পড়ে এবং উহার মর্ম্ম বিকৃতি হইয়া যায়, এইরূপ কোরআন পাঠ হারাম, পাঠকারী ফাছেক হইয়া যায় এবং শ্রোতা গোনাহগার হয়।

মাজালেছোল-আবরার ২৭৯—২৮৩ পৃষ্ঠা;—

জহিরদ্দিন মুরগিনানী হইতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি আমাদের জামানার কারীর কোরআন পাঠকালে বলে তুমি খুব পড়িয়াছ; সে ব্যক্তি কাফের হইয়া যাইবে, এই কাফের হওয়ার কারণ এই যে, এই জামানার কারিগণ মজলিস সমূহে কোরআন পাঠকালে প্রায় রাগরাগিনী করিয়া থাকে, লোকদের জন্য সঙ্গীত করা সর্ব্ববাদিসম্মত মতে হারাম কাজেই উহা নিশ্চিত হারাম, এইহেতু জখিরা ও হেদায়া প্রণেতা উহা গোনহ কবিরা বলিয়াছেন। উহা ভাল বলিলে, নিশ্চিত হারামকে হালাল বলা হয়, ইহা কোফর। ইহাতে প্রকাশিত হইতেছে যে, যে ব্যক্তি বর্ত্তমান কালে জুমা ও জামায়াতে উপস্থিত হয়, গোনাহ কবিরা হইতে অতি কমই নিস্কৃতি পাইয়া থাকে, কেননা বহু খতিব ও কারীর খোৎবা ও কেরাত প্রায় সঙ্গীতের সুরে হইয়া থাকে, বরং তাহারা কবিতা ও গজল পাঠের ন্যায় কোরআন ও খোৎবা পাঠ করিয়া থাকে, এমন কি অতিরিক্ত রাগরাগিনী ও তালমানের জন্য তাহারা যাহা বলে ও পাঠ করে, তাহা প্রায় বুঝা যায় না। দরুদ, রাজি, আমিন ও রুকু, ছেজদা ও কেয়ামের তকবিরগুলি পড়িতে আজান দাতাগণের এইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে, উপস্থিত শ্রোতাবর্গ এই গোনাহ কবিরাতে সংলিপ্ত হইয়া থাকে, কখন কতক লোকে তাহাদের প্রশংসা করিয়া থাকে, বরং রিপুর কামনা আধিক্য এবং দীন সংক্রান্ত বিষয়ে অমনোযোগিতা হেতু অনেক ক্ষেত্রে অধিকাংশ লোকের এইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে ইহাতে জহিরদ্দিন মুরগিনানীর রেওয়াএত অনুসারে

তাহাদের কাফের হওয়া প্রতিপন্ন হয়।

এইরূপ যাহারা রমজানের রাত্রি সমূহে মোয়াজ্জেনদিগের তছবিহ সকল শ্রবণ কল্পে মছজিদ ও জামে' মছজিদগুলিতে উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাদের অবস্থা হইবে, কেননা তাহারা অতিরিক্ত রাগরাগিনীর জন্য আল্লাহতায়ালার নাম ও ছেফাতগুলি এরূপ পরিবর্ত্তন বিকৃত ও অস্পষ্ট করিয়া ফেলে যে, তৎসমুদয়ের মধ্যে প্রভেদ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে, তাহারা سبحان المالكي الحانان سبحان المالكى المانان 'ছুবহানাল মালিকি হান্না, ছুবহানাল মালেকিনি মান্না পড়িয়া থাকে।

এইরূপ খাদ্য ভক্ষণ শেষ করিয়া শোকর করার ধারণায় الحمد لله و الشكر لله আলহামদু লীল্লাহ, অশ্‌শুকর লীল্লাহ পড়িয়া থাকে। এক্ষণে মুছলমান ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ স্থানে উপস্থিত না হওয়া ও উহা শ্রবণ না করা এবং এই কার্য্য না হয়; এইরূপ মছজিদ চেষ্টা করা ওয়াজেব কেননা উহার জাহিরি ভাব এবাদত হইলেও প্রকৃত পক্ষে উহা গোনাহ কবিরা, ইহাও সম্ভব যে, সে ব্যক্তি উহা উত্তম বুঝিতে পারে ও অজ্ঞাতসারে তাহার দীন নষ্ট হইয়া যাইতে পারে অনভিজ্ঞতার আপত্তি গ্রাহ্য হইতে পারে না।

তাগান্নি تغنى গেনা غنى ধাতু হইতে কিম্বা غناء গেনায়োন ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, যদি প্রথম শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে উহার অর্থ অভাব রহিত হওয়া আর যদি দ্বিতীয় শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে উহার অর্থ সঙ্গীত করা আওয়াজ ছোট বড় ও রাগরাগিনী করা, কেননা غناء 'গেনায়োন' তালমান বিশিষ্ট নরম ক্ষোভ উদ্দীপক শব্দকে বলা হয়। উক্ত তালমান বিশিষ্ট শব্দ প্রয়োগ করা এবং সঙ্গীত বিদ্যার অনুকরণে উক্ত শব্দকে একবার গলদেশের মধ্য লইয়া যাওয়া এবং দ্বিতীয় বার বাহির করিয়া লওয়াকে تغنى 'তাগান্নি' ترنم তারান্নোম' ترجيع 'তারাজি' ও تطريب 'তৎরিব' বলা হয়।

ইহাকে সঙ্গীত করা নামে অভিহিত করা হয়, কোরআন, খোৎবা ও কবিতা পাঠ আজান দেওয়া ও জেকর করা উপলক্ষে হউক বা নাই হউক, এইরূপ সঙ্গীত করা সমস্ত দীনে হারাম। মিষ্টস্বর বিশিষ্ট লোক কর্ত্তৃক তালমান বিশিষ্ট শব্দকে ছোট বড় করা এবং গলদেশের মধ্যে ঘুরন কোরআন পাঠ উপলক্ষে না হইলেও গোনাহ হইবে। এইরূপ কোরআন ও খোৎবা পাঠ, আজান দেওয়া ও জেকর করা উপলক্ষে হইলেও গোনাহ হইবে, বরং সমধিক কদর্য্য ও মন্দ হইবে কেননা সে ব্যক্তি গোনাহকে এবাদতের সহিত সংযোগ করিল ও দীনকে ক্রীড়া কৌতুক বানাইল। যদি এই অহিত কার্য্যকে এবাদত বলিয়া বিশ্বাস করিল, তবে দ্বিতীয় গোনাহ হইল, যাহা পা থমটি অপেক্ষা সমধিক কদর্য্য।

ছদরোশ শরিয়াহ আজানের অধ্যায়ে যাহা লিখিয়াছেন, উহার মর্ম্মে বুঝা যায় যে, লাহন لَحْن কখন শব্দগুলির পরিবর্ত্তনে অর্থাৎ একটি মদ্দ অক্ষর বা অন্য কোন অক্ষর লোপ বৃদ্ধি করায় হইয়া থাকে, কখন অক্ষরগুলির ছেফাত পরিবর্ত্তন করায় অর্থাৎ জবর, জের, পেশ, ছকুন, মদ্দ, এদগাম, এখফা, পরিবর্ত্তন করায় হরকত ও গোন্না বেশী করায় হইয়া থাকে, আর লাহন لَحْن কখন সঙ্গীত করা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কখন 'তাগান্নি' تَغَنِّى ও লাহন لَحْن শব্দ ব্যবহার করা হয় এবং উভয়ের অর্থ মিষ্টস্বর গ্রহণ করা হয় যাহাতে শব্দের পরিবর্ত্তন না হয়। যখন বলা হয় যে, এলহানের সহিত কোরআন পাঠ করা জায়েজ হইবে, তখন উহার এইরূপ মর্ম্ম হইবে, মিষ্ট স্বরে এবং আরবদিগের স্বরে পড়িতে হইবে যেরূপ হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা আরবদিগের স্বরে কোরআন পাঠ কর। আরবদিগের স্বরের অর্থ তাহাদের প্রকৃতিগত আওয়াজ অর্থাৎ মদ্দ স্থলে লম্বা করিয়া, মদ্দ না হওয়া স্থলে ত্রস্ত গতিতে পড়া, বারিক স্থলে বারিক পড়া, পোর করা স্থলে পোর পড়া, এদগাম স্থলে এদগাম করা, এজহার স্থলে এজহার করা, এখফা স্থলে এখফা করা যাহা তাহাদের কালাকে জরুরী ও প্রচলিত নিয়ম, এমন কি তাহারা

তৎসমুদয় ব্যতীত অন্য প্রকার পড়া পছন্দ করেন না, (এই নিয়মে পড়াকে আরবদিগের এলহানে পড়া বলা হয়)।

আর যখন বলা হয় যে, এলহানের সহিত কোরান পাঠ করা হারাম, উহার মর্ম্ম এই যে, ফাছেকদিগের সুরে কোরআন পড়া হারাম, যেরূপ (হজরত) নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা বদকারদের স্বর হইতে পরহেজ কর, বদকারদের স্বরের অর্থ রাগরাগিনী বিশিষ্ট সঙ্গীত, কেননা যে ব্যক্তি এই কবিরা গোনাহ করে, সে বদকারদের অন্তর্গত হইবে।

ইহাতে প্রকাশিত হইতেছে যে, হাদিছ শরিফে কোরআন পাঠ কালে যে 'তাগান্নি' تغنى করার কথা আছে, উহার অর্থ সঙ্গীত নহে, উহার অর্থ কোরআন শুদ্ধ ও প্রকাশ্যভাবে পড়া, কিম্বা মনুষ্যদিগের কাহিনী ও কবিতাবলী ত্যাগ করিয়া কোরআনকে যথেষ্ট বিবেচনা করা কিম্বা মিষ্ট স্বরের সহিত তজবিদ ও তরতিল করা, কেননা ইহাতে কোরআনের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন হয়।"

মোল্লা আলি কারী 'মনহে-ফেকরিয়া' কেতাবের ২১-২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

মোয়াত্তা ও নাছায়ি শরিফে আছে;—

হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা আরবদিগের এলহানে কোরআন পাঠ কর এবং বদকার ও য়িহুদী খ্রীষ্টানদিগের এলহান হইতে পরহেজ কর। আরবদিগের এলহানের অর্থ তাঁহাদের প্রকৃতিগত আওয়াজ পাঠ করা। বদকারদিগের এলহানের অর্থ রাগরাগিনী সংযুক্ত সুর যাহা সঙ্গীত বিদ্যা হইতে গৃহীত হইয়াছে। আরবদিগের এলহানে কোরআন পাঠ মোস্তাহাব, আর রাগরাগিনী সংযুক্ত সুরে কোরআন পড়িলে যদি অক্ষরের কোনরূপ পরিবর্ত্তন না হয়, তবে মকরূহ তহরিমি হইবে, আর অক্ষরগুলির পরিবর্ত্তন হইলে, হারাম হইবে।

আল্লামা জয়লয়ী, হানাফী এমামগণ হইতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, কোরআন পাঠে রাগরাগিনী করা এবং উহা শ্রবণ করা হালাল নহে, কেননা উহাতে বদকারদের সঙ্গীত করার তুলনা হইয়া যায়। ইহার

প্রতিবাদে হজরতের এই হাদিছ "যে ব্যক্তি কোরআন পড়িতে 'তাগান্নি' تغنى না করে, সে ব্যক্তি আমার তরিকাভ্রষ্ট।" যেন পেশ না করা হয়, কেননা মাছাবিহ গ্রন্থের টীকাকার ছুফইয়ান বেনে ওয়ায়না হইতে উহার এইরূপ অর্থ উল্লেখ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোরআনকে নিজের জন্য যথেষ্ট মনে না করে এবং মানবরচিত কাহিনী ও কবিতাবলীতে মনোনিবেশ করা আবশ্যক মনে করে, সে ব্যক্তি আমার পথভ্রষ্ট হইবে।

কিম্বা এইরূপ অর্থ হইবে, যে ব্যক্তি জতবিদের নিয়ম অনুসারে শব্দ মিষ্ট, সুন্দর ও প্রকাশ না করে, সেই ব্যক্তি আমার তরিকাভ্রষ্ট।

'মিশরের জামে' আজহারের একদল কারী যেরূপ অভিনব কেতরাত আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা নিষিদ্ধ; যেহেতু তাহারা একস্থানে সমবেত হইয়া একই প্রকার সুরে কোরআন পাঠ করেন, কোরআন খন্ড খন্ড করিয়া ফেলেন, একজন শব্দের একাংশ এবং অন্যে অবশিষ্টাংশ উচ্চারণ করেন, একটি অক্ষর লোপ করেন, অন্য অক্ষর বৃদ্ধি করেন, ছাকেন অক্ষরকে হরকত বিশিষ্ট করিয়া পড়েন, হরকত বিশিষ্ট অক্ষরকে ছাকেন পড়িয়া থাকেন। শব্দগুলির অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া বিশিষ্ট সুরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 'মদ্দ' না হওয়ার স্থলে মদ্দ পড়েন এবং মদ্দ' হওয়া স্থলে 'মদ্দ' লোপ করিয়া ফেলেন অথচ কোরআন পাঠের প্রধান উদ্দেশ্য শব্দগুলি শুদ্ধ করিয়া পড়া—যেন তৎসমুদয়ের মধ্যে যে মর্ম্মগুলি নিহিত হয়, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। আবু ওছমান নাহাদি বলিয়াছেন, (হজরত) এবনে মছউদ (রাঃ) ছুরা এখলাছ দ্বারা আমাদের নামাজের এমামত করিয়াছিলেন. তাঁহার মিষ্টস্বর ও তরতিলে আমি এরূপ বিমোহিত হইয়াছিলাম যে, যদি তিনি ছুরা বাকরা পড়িতেন তবে আমার শান্তি হইত। আল্লাহতায়ালার এইরূপ বিধান প্রচলিত রহিয়াছে যে, যদি কেহ কোরআন যেরূপ নাজিল করা হইয়াছে সেইরূপ তজবিদের নিয়ম অনুযায়ী শুদ্ধভাবে পাঠ করে, তবে উহা শ্রবণে কর্ণ সকল শান্তিপ্রাপ্ত হয় এবং হৃদয় সকল প্রভাবান্বিত হয়, এমন কি আত্মবিস্মৃতি জন্মিয়া থাকে।

আমরা এরূপ একজন শিক্ষকের সঙ্গলাভ করিয়াছি যিনি মিষ্ট স্বর

বিশিষ্ট এবং সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন না, কিন্তু তিনি অতি সুন্দর ও শুদ্ধভাবে শব্দ অক্ষর, জের, জবর ইত্যাদি উচ্চারণ করিতেন, যখন তিনি অধিক পরিমাণ কেরাত করিতেন, তখন কর্ণ সকল উৎফুল্ল এবং হৃদয় সকল বিমোহিত হইত। লোকে তাঁহার নিকট কোরআন শ্রবণ করার উদ্দেশ্যে দলে দলে সমবেত হইত।

বহু সংখ্যক শিক্ষক উল্লেখ করিয়াছেন, এমাম তবিউদ্দিন মোহাম্মদ বেনে আহমদ মিশরি (রঃ) তজবিদের শিক্ষাগুরু ছিলেন, তিনি এক দিবস ফজরের নামাজে এই আয়ত فقال مالى لاارى الهدهد ؛ تفقد الطير বারম্বার পড়িতে লাগিলেন, এমতবস্থায় একটি পক্ষী তাঁহার মস্তকে তাঁহার কেরাত শ্রবণ উদ্দেশ্যে বসিয়া পড়িল, এমন কি তিনি উক্ত নামাজ পূর্ণ করিলেন, লোকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পাইল যে, হুদ হুদ পক্ষী ছিল।

"ওস্তাজ এমাম আবু আলি বাগদাদি কেরাততত্ত্বে মহা পারদর্শি ছিলেন, একদল য়িহুদী ও খ্রীষ্টান তাঁহার কেরাত ও মিষ্ট স্বর শ্রবণে বিমোহিত হইয়া তাঁহার হস্তে ইছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

কাজিখান, ১/৪৫ পৃষ্ঠা;—

"যদি সঙ্গীতের সুরে নামাজে কোরআন পাঠ করে, এক্ষেত্রে শব্দের পরিবর্ত্তন ঘটিলে নামাজ বাতীল হইবে। নামাজের বাহিরে সঙ্গীতের সুরে কোরআন পাঠ করা জায়েজ কিনা, ইহাতে মতভেদ থাকিলেও অধিক সংখ্যক ফকিহ এরূপ পাঠ করা এবং শ্রবণ করা মকরুহ (তহরিমি) বলিয়াছেন, কেন না ইহাতে বদকারদিগের কার্য্যের তুলনা হয়। এইরূপ আজানে শব্দ ছোট বড় করা মকরুহ (তহরিমি)।"

মোল্লা আলি কারী, মনহে-ফেকরিয়ার ২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, সঙ্গীতের সুরে কোর-আন পড়িলে কোর-আনের অক্ষর কিম্বা জের, জবর ইত্যাদির পরিবর্ত্তন না ঘটে, তবে উহাতে মতভেদ হইয়াছে, (কিন্তু যদি এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে, তবে উহা সকলের মতে নাজায়েজ)।

কবিরি, ৪৬৫ পৃষ্ঠা;—

"একজন লোক কোর-আন ভুল পড়িতেছে শ্রোতার পক্ষে উহা

সংশোধন করিয়া দেওয়া ওয়াজেব হইবে—যদি বুঝিতে পরে যে, ইহাতে কোন শত্রুতা ও হিংসার সৃষ্টি হইবে না। আর যদি উহার সম্ভাবনা হয়, তবে সংশোধন করার চেষ্টা না করিলেও জায়েজ হইবে। কোর-আন পাঠকালে আওয়াজ ছোট বড় করা ও রাগরাগিনী করা অধিকাংশ ফকিহ বিদ্বানের মতে মকরূহ (তহরিমি) কেননা ইহাতে বদকার লোকদিগের কার্য্যের তুলনা হয়। যদি এইরূপ কোরআন পাঠে অক্ষরগুলির পরিবর্ত্তন না হয়, তবে মকরুহ হইবে, আর যদি ইহাতে অক্ষরগুলির পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, তবে বিনা মতভেদে হারাম হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

❖

কেরাতের ভ্রম

(১) ভ্রমবশতঃ কোন শব্দের জের, জবর, পেশ পরিবর্ত্তন করিলে, যদি শব্দের অর্থ পরিবর্ত্তন না হয়, তবে উহাতে সমস্ত বিদ্বানের মতে নাজাম ফাছেদ হইবে না।

আর যদি উহাতে শব্দের অর্থ অতিরিক্ত পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, এমন কি স্বেচ্ছায় এইরূপ করিলে কাফের হইয়া যায়, তবে প্রাচীন এমামগণের মতে উহাতে নামাজ ফাছেদ হইয়া যাইবে।

নিম্নে উহার কয়েকটি নজির পেশ করা হইতেছে।

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ স্থলে যদি কেহ وَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ فَغَوَىٰ পড়ে, অর্থাৎ মিমের উপর পেশ না পড়িয়া জবর পড়ে এবং 'জবর' উপর জবর না পড়িয়া পেশ পড়ে এইরূপে إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ স্থলে

اَلْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ পড়িলে, এইরূপ ছুরা হাশরের اِنَّا عَنَّا مُنْذِرِيْنَ

স্থলে اَلْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ওয়াও অক্ষরের জের স্থলে 'বে'র পড়িলে,

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ স্থলে اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

نَحْنُ خَلَقْنَا স্থলে نَحْنُ خَلَقْنَا পড়িলে مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

اَنْزَلْنَا স্থলে اَنْزَلْنَا পড়িলে جَعَلْنَا স্থলে جَعَلْنَا পড়িলে

وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ স্থলে وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ পড়িলে

وَمَا يَعْلَمُ اِلَّا اللّٰهُ পড়িলে, وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗ اِلَّا اللّٰهُ স্থলে

স্থলে تَاْوِيْلَهٗ اِلَّا اللّٰهُ পড়িলে, بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ

وَاَنَّ اللّٰهَ بَرِيْءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ পড়িলে وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرِ

وَاَنَّ اللّٰهَ بَرِيْءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهٗ পড়িলে, স্থলে وَرَسُوْلَهٗ

وَاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ স্থলে وَاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ পড়িলে

وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ স্থলে وَهُوَ يُطْعَمُ وَلَا يُطْعِمُ পড়িলে, এবং

প্রাচীন বিদ্বানগণের মতে নামাজ ফাছেদ হইবে, পরবর্ত্তী বিদ্বানগণের কতক বলেন, নামাজ ফাছেদ হইবে।

কাজিখান বলিয়াছেন, প্রাচীন বিদ্বানগেণর মত সমধিক এহতিয়াত বিশিষ্ট, কেন না যদি জ্ঞাতসারে উহা পড়ে, তবে কাফের হইবে (আর কুফরি মূলক কথা কোরআন হইতে পারে না। এবনোল হোমাম ফৎহোল কদিরে বলিয়াছেন, যে কথা কাফেরী মূলক উহা কোরআন হইতে পারে না। কাজেই ধরিয়া লইতে হইবে যে, যেন সে ব্যক্তি ভ্রমবশতঃ কাফেরদিগের কথা বলিয়া ফেলিয়াছে, আর যদি কেহ ভ্রমবশতঃ নামাজের মধ্যে মুনষ্যের এরূপ কথা বলে যাহা কাফেরিমূলক নহে, তবে উহাতে নামাজ ফাছেদ হইয়া থাকে, এক্ষেত্রে মনুষ্যের কাফেরিমূলক কথাতে কেন নামাজ বাতীল হইবে না? যদি কেহ إِيَّاكَ স্থলে إِيَّاكِ পড়ে, কিম্বা أَنْعَمْتَ স্থলে أَنْعَمْتُ পড়ে, তবে প্রাচীন এমামগণের মতে নামাজ বাতীল হইবে। কাজীখান, ১/৬৭, ফৎহোল কদির, ১/১২৯

(২) কবিরি ও ছগিরিতে আছে, তশদিদ স্থলে উহা লোপ করিলে এবং তশদিদ না হওয়া স্থলে তশদিদ পড়িলে, যদি অর্থের পরিবর্ত্তন না হয়, তবে ইহাতে নামাজ নষ্ট হইবে না, যথা قُتِّلُوا تَقْتِيلًا স্থলে قُتِلُوا تَقْتِيلًا পড়া, يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ স্থলে يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَاعَةِ পড়া, يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ স্থলে يُدَّرِكْكُمُ الْمَوْتُ পড়া এবং رَادُّوهُ إِلَيْكِ স্থলে رَادِدُوهُ إِلَيْكِ পড়া।

আর যদি উহাতে অর্থের পরিবর্ত্তন হয়, তবে অধিকাংশ বিদ্বানের মতে ইহাতে নামাজ বাতীল হইবে, যথা رَبِّ الْفَلَقِ স্থলে

وَ ظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ স্থলে وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، رَبِّ الْفَلَقِ

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ স্থলে إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ এবং

পড়া, ইহা খোলাছা কেতাবে আছে।

কাজিখান বলেন, কাজি এমাম আবু-আলি নাছাফি বলেন, পরবর্ত্তী জামানার অধিকাংশ বিদ্বান বলিয়াছেন, তশদিদ লোপ করিলে, নামাজ নষ্ট হইবে না, কিন্তু رَبِّ الْعَالَمِيْنَ স্থলে رَبِ الْعَالَمِيْنَ ও إِيَّاكَ نَعْبُدُ

স্থলে إِيَاكَ نَعْبُدُ পড়িলে, নামাজ নষ্ট হইবে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, অর্থ পরিবর্ত্তন হইলে নামাজ নষ্ট হওয়ার প্রাচীন এমামগণের মত, ইহাই সমধিক এহতিয়াত বিশিষ্ট। ফৎহোল-কদির ও বাজ্জাজিয়াতে আছে, সমধিক ছহিহ মতে উপরোক্ত দুই স্থলে নামাজ বাতীল হইবে না। যদি

يَدُعُّ الْيَتِيْمَ স্থলে يَدْعُ الْيَتِيْمَ পড়ে, তবে কাজিখানের মতে তাহার নামাজ বাতীল হইবে কিন্তু يَدُعُ الْيَتِيْمَ পড়িলে, কবিরি প্রণেতার মতে নামাজ বাতীল হইবে না। কবিরি ৪৫৬/৪৫৮ শামি, ফৎহোল-কদির, ১।

ও ছগিরি, ২৫৪। শামি কেতাবে আছে, فَأُولٰئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ স্থলে

فَأُولٰئِكَ هُمُ الْعَادُّوْنَ পড়িলে, নামাজ নষ্ট হইবে।

(৩) যদি একটি অক্ষরের স্থলে অন্য অক্ষর পড়ে, এক্ষেত্রে যদি কোর-আনে উহার তুল্য শব্দ না থাকে এবং অর্থের অতিরিক্ত পরিবর্ত্তন

ঘটে, কিম্বা উক্ত শব্দের কোন প্রকার অর্থ না থাকে, তবে এমাম আবু হানিফা এবং তাঁহার শিষ্যদ্বয়ের মতে নামাজ বাতীল হইবে।

আর যদি কোর-আন শরিফে তত্তুল্য শব্দ থাকে, কিন্তু অর্থটি অভিপ্রেত মর্ম্মের নিকট না হয়, তবে এমাম আবু হানিফা ও মোহম্মদ রহমাতুল্লাহে আলায়হেমার মতে নামাজ ফাছেদ হইবে, কিন্তু এমাম আবু ইউছুফ রহমাতুল্লাহে আলায়হের মতে নামাজ ফাছেদ হইবে না। এস্থলে কাজিখান, কবিরি ছগিরি, বাজ্জাজি ইত্যাদি হইতে কতকগুলি শব্দ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ضَبْحًا এর দোয়াদ স্থলে জোয়া পড়িলে, خُضْرًا শব্দের দোয়াদ স্থলে দাল কিম্বা জাল পড়িলে, غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ এর দোয়াদ স্থলে জোয়া কিম্বা জাল পড়িলে, هَضِيْمٌ এর দোয়াদ স্থলে জোয়া কিম্বা জাল পড়িলে, بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ এর জোয় স্থলে জাল পড়িলে فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ এর জোয়া স্থলে দোয়াদ পড়িলে, مَكْظُوْمٌ এর জোয়া স্থলে দোয়াদ কিম্বা জাল পড়িলে, فَتَرْضٰى শব্দের দোয়াদ স্থলে জোয়া পড়িলে, ذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا এর জাল স্থলে দোয়াদ পড়িলে, وَ ذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ এর জাল স্থলে দোয়াদ পড়িলে, اِنَّ الظَّنَّ و اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ فِىْ تَضْلِيْلٍ এর দোয়াদ স্থলে জোয়া পড়িলে,

এর জোয়া স্থলে দোয়াদ পড়িলে, ضِعْفَ الْحَيٰوةِ এর দোয়াদ স্থলে জোয়া পড়িলে, فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ এর দোয়াদ স্থলে জোয়া পড়িলে, فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ এর দোয়াদ স্থলে জোয়া কিম্বা জাল পড়িলে, ذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ এর জালের স্থলে জোয় কিম্বা দোয়াদ পড়িলে وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَأَ এর জাল স্থলে দোয়াদ কিম্বা জোয়া পড়িলে, تَلَذُّ الْاَعْيُنُ এর জাল স্থলে জোয় কিম্বা দোয়াদ পড়িলে, নামাজ বাতীল হইবে। لَا انْفِصَامَ لَهَا এর ছাদ স্থলে ছিন পড়িলে, خَصِيْمًا وَلَا تَكُنْ لِّلْخَائِنِيْنَ এর ছাদ স্থলে ছিন পড়িলে, سَرَبًا এর ছিন স্থলে ছাদ পড়িলে, نَسَبًا এর ছিন স্থলে ছাদ পড়িলে, الصَّخْرَةِ এর ছাদ স্থলে ছিন পড়িলে, يَخْصِفَانِ এর ছাদ স্থলে ছিন পড়িলে, سَوْطَ عَذَابٍ এর ছিন স্থলে ছাদ পড়িলে تَسْوَرُّةً এর ছিন স্থলে ছাদ পড়িলে, قَوْلًا سَدِيْدًا এর ছিন স্থলে ছাদ পড়িলে,

فَالْمُغِيْرَاتِ صُبْحًا এর ছাদ স্থলে ছিন পড়িলে وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

শব্দদ্বয়ের ছাদ স্থলে ছিন পড়িলে, رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ এর ছাদ

স্থলে ছিন পড়িলে, صُمُّوْا وَ عَمُوْا এর ছাদ স্থলে ছিন পড়িলে, خُشُوْعًا

এর ছিন স্থলে ছাদ পড়িলে, قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوْا এর শব্দদ্বয়ের

ছাদ স্থলে ছিন পড়িলে, এবং صُحُفًا مُنَشَّرَةً এর ছাদ স্থলে ছিন

পড়িলে, নামাজ বাতীল হইবে। نَسِيَا حُوْتَهُمَا এর ছিন স্থলে ছাদ,

نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ এর ছাদ স্থলে ছিন, صُدُوْرِ النَّاسِ এর ছাদ স্থলে ছিন

وَ مَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ এর ছিন স্থলে ছাদ, يَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ

এর শিন স্থলে ছিন, كُنْتُمْ تَشْتَاقُوْنَ এর শিন স্থলে ছিন,

اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهَالِكِيْنَ স্থলে শিন لِاَصْحَابِ السَّعِيْرِ এর ছোট

'হে' স্থলে বড় হে (হুত্তি) وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى এর শিন স্থলে

ছিন اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ স্থলে اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اَعْتَدْنَا عَلَيْهِمْ

এর দোয়াদ স্থলে জে, জোয়াওজাল পড়িলে, তোয়া স্থলে 'তে' পড়িলে, الْخَطْفَةَ اَلَّا مَنْ خَطِفَ এর দুই শব্দের তোয়া স্থলে 'তে' পড়িলে, لَاتَقْنَطُوا এর তোয়া স্থলে 'তে' পড়িলে وَ مَنْ يَقْنُتْ এর 'তে' স্থলে 'তোয়া' পড়িলে يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى এর দুই শব্দের তোয়া স্থলে 'তে' اَلصِّرَاطَ এর তোয়া স্থলে 'তে' পড়িলে اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا এর দুই শব্দের তোয়া স্থলে 'তে' পড়িলে وَ الطُّوْرِ এর তোয়া স্থলে 'তে' পড়িলে لَوْ لَا اَنْ رَبَطْنَا এর তোয়া স্থলে 'তে' পড়িলে يَجِدُكَ এর দাল স্থলে 'তে' পড়িলে حَمَّالَةَ الْحَطَبِ এর তোয়া স্থলে 'তে' পড়িলে, رِحْلَةَ الشِّتَاءِ এর 'তে' স্থলে তোয়া পড়িলে, طَائِفَةٌ এর তোয়া স্থলে তে পড়িলে وَ التِّيْنِ এর 'তে' স্থলে তোয়া পড়িলে فَاطِرُ وَ ذَطَرَ فِطْرَةَ اللّٰهِ এর তোয়া স্থলে তে পড়িলে فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ এর দুইটি শব্দের তোয়া স্থলে 'তে' পড়িলে, يَدْخُلُوْنَ এর দাল স্থলে 'তে' পড়িলে

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ এর দাল স্থলে 'তে' পড়িলে لَمْ يَلِدْ এর দাল স্থলে 'তে' এবং وَلَمْ يُوْلَدْ এর দাল স্থলে 'তে' পড়িলে নামাজ বাতিল হইবে। যদি কেহ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ স্থলে فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْهَرْ পড়ে, তবে কাজিখান বলেন, তাহার নামাজ বাতিল হইবে। যদি কেহ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ এর জোয়া স্থলে 'জে'—অর্থাৎ اَلْعَزِيْمِ পড়ে, তবে তাহার নামাজ বাতিল হইয়া যাইবে, ইহা শামী কেতাবে দোরারোল-বেহার হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

যদি কেহ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ এর দুইটি ছাদ স্থলে ছিন, خَالِصًا এর ছাদ স্থলে ছিন এবং سَائِغًا এর ছিন স্থলে ছাদ পড়ে, তবে কাজিখান বলেন, ইহাতে নামাজ ফাছেদ হইবে না কিন্তু কবিরি প্রণেতা বলেন, ইহা পরবর্ত্তী জামানার আলেমগণের মত প্রাচীন এমামগণের মতে উপরোক্ত তিন স্থলে নামাজ ফাছেদ হইবে।

যদি কেহ وَ اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ এর 'ছে' স্থলে ছিন অর্থাৎ فَحَدِّسْ পড়ে, তবে কবিরি প্রণেতা বলেন, ইহাতে নামাজ ফাছেদ হইবে।

যদি কেহ ছিন পড়িতে গিয়া ث 'ছে' ر 'রে' পড়িতে গিয়া গাএন, লাম কিম্বা ইয়া পড়িয়া ফেলে, অথবা—কোন একটি অক্ষর উচ্চারণ করিতে গিয়া অন্য অক্ষর পড়িয়া ফেলে, তবে ইহাকে আরবীতে اَلثَّغ আলছাগ বলা হয়।

তুর্কিদিগের ভাষায় হায়-হুত্তি নাই, তাহাদের ভাষায় খে আছে, সাধারণ তুর্কিরা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ স্থলে اَلْخَمْدُ لِلّٰهِ পড়িয়া থাকে।

যদি অক্ষম ব্যক্তি اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ স্থলে اَلْهَمْدُ لِلّٰهِ, اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

স্থলে اَلرَّهْمٰنِ الرَّهِيْمِ, سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ স্থলে

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ هَمِدَهٗ, اَلصَّمَدُ স্থলে اَلسَّمَدُ, اَعُوْذُ স্থলে

اَعُوْدُ (اَحَدٌ স্থলে اَهَدٌ, سُبْحَانَ اللّٰهِ স্থলে سُبْهَانَ اللّٰهِ, وَ بِحَمْدِكَ

وَ بِهَمْدِكَ, جَدُّكَ تَعَالٰى স্থলে زَدُّكَ تَالٰى) قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ

رَبِّ الْعَالَمِيْنَ, اَلشَّيْتَانُ স্থলে اَلشَّيْطَانُ, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ স্থলে

وَ اِيَّاكَ, اِيَّاكَ نَابُدُ স্থলে اِيَّاكَ نَعْبُدُ, لَبِّ الْاٰلَمِيْنَ স্থলে

اِهْدِنَا স্থলে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ, وَاِيَّاكَ نَسْتَئِيْنُ স্থলে نَسْتَعِيْنُ

السِّرَاطَ ও أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ স্থলে اَذَامْتَ اَلَيْهِمْ পড়ে, তবে ফাতাওয়া-হোছছামিয়াতে আছে যে, যত দিবস সে ব্যক্তি রাত্র দিবা শুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে থাকে, ততদিবস তাহার নামাজ জায়েজ হইবে, আর যখন সে এই চেষ্টা ত্যাগ করে, তখন তাহার নামাজ বাতিল হইবে। এস্থলে আরও কতকগুলি মত আছে, পরবর্ত্তী জামানার বিদ্বানগণের মধ্যে একদল বলিয়াছেন, যে দুই অক্ষরের মধ্যে প্রভেদ করা সহজসাধ্য, যেরূপ ছোয়াদ ও তোয়া, এইরূপ অক্ষরদ্বয়ের একটিকে অন্যটির সহিত পরিবর্ত্তন করিলে, নামাজ বাতীল হইবে, আর যে দুই অক্ষরের মধ্যে প্রভেদ করা কষ্টসাধ্য, যেরূপ ছোয়াদ ও ছিন, এইরূপ একটিকে অন্যটির সহিত পরিবর্ত্তন করিলে, অধিকাংশের মতে নামাজ বাতীল হইবে না।

আর একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, যে দুই অক্ষর একই মাখরেজ (উচ্চারণ স্থল) কিম্বা নিকট নিকট মখরেজ হইতে উচ্চারিত হয় এইরূপ অক্ষরদ্বয়ের একটিকে অন্যটির সহিত পরিবর্ত্তন করিলে, নামাজ নষ্ট হইবে না। আর যে দুই অক্ষরের মখরেজ নিকট নিকট নহে, এইরূপ অক্ষরদ্বয়ের একটিকে অন্যটির সহিত পরিবর্ত্তন করিলে, নামাজ নষ্ট হইবে।

কেহ বলিয়াছেন, সাধারণ লোকে ভ্রম বশতঃ যে অক্ষরকে অন্যটির সহিত পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে, সেই স্থলে নামাজ নষ্ট হইবে না।

ফৎহোল কদিরের ১/১২৯ পৃষ্ঠায়, কাজিখানের ১/৭২ পৃষ্ঠায়, শামী ১/৬৬২ পৃষ্ঠায় ও কবিরির ৪৬১ পৃষ্ঠায় আছে, এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে কঠোর পরিশ্রম করা উচিত, এসম্বন্ধে তাহার আপত্তি গ্রাহ্য হইতে পারে না। এইরূপ চেষ্টা করিতে থাকা সত্ত্বেও যদি তাহার মুখে উহা উচ্চারিত না হয় এবং একটি আয়াত না পায় যাহাতে উক্ত অক্ষরটি না থাকে, তবে তাহার নামাজ জায়েজ হইবে, কিন্তু সে ব্যক্তি অন্যের এমামত করিবে না।

কবিরি, শামি, ফৎহোল-কদীর ও বাজ্জাজিয়াতে আছে, যদি তাহার

পক্ষে শুদ্ধ উচ্চারণকারীর পশ্চাতে এক্তেদা করা সম্ভব হয় এবং ইহা সত্ত্বেও এক্তেদা ত্যাগ করে, তবে তাহার নামাজ জায়েজ হইবে না।

আর যদি এরূপ আয়ত পাইয়া উঠে যাহাতে উক্ত অক্ষর না থাকে এবং ইহা সত্ত্বেও সে ব্যক্তি উক্ত আয়ত পাঠ করে যাহাতে সেই অক্ষর থাকে, তবে তাহার নামাজ বাতীল হইবে। কাজিখান ১/৬৭-৭৫' কবিরি, ৪৪৭-৪৬১, শামি ১/৬৫৯-৬৬১, বাজ্জাজিয়া ১/৪৬-৪৮, ফৎহোল কদীর ১/১২৯।

পাঠক, মনে রাখিবেন, অক্ষর পরিবর্ত্তনে আরও কতকগুলি মত আছে। কাজিখান বলেন, এই মতগুলি অগ্রাহ্য স্থির করা হইয়াছে।

(৪) ভ্রম বশতঃ একটি অক্ষর যোগ করিলে, অর্থের পরিবর্ত্তন হয় কিনা, দেখিতে হইবে, যদি অর্থের পরিবর্ত্তন না হয়, তবে ইহাতে নামাজ বাতীল হইবে না।

যেরূপ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ এর

وَانْهَ স্থলে وَانْهٰى কিম্বা اِنَّا رَادُّوْهُ اِلَيْكِ স্থলে

اِنَّا رَادُّوْهُ وَ اِلَيْكِ ও يَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا স্থলে

يَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُمْ نَارًا পড়িলে, অর্থের পরিবর্ত্তন হয় না। এই কারণে অধিকাংশ বিদ্বানের মতে নামাজ ফাছেদ হইবে না।

যদি এইরূপ অক্ষর যোগ করায় অর্থের পরিবর্ত্তন হয়, তবে নামাজ বাতীল হইয়া যাইবে; যেরূপ زَرَابِيُّ স্থলে زَرَابِيْبُ مَثَانِىْ স্থলে مَثَانِيْنَ পড়া, ইহাতে অর্থের পরিবর্ত্তন হইয়া যায়।

وَاَنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ স্থলে اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ পড়িলে

এবং وَ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى স্থলে اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى পড়িলে,

ফৎহোল-কদীর, খোলাছা, কাজিখান ও বাজ্জাজিয়ার মতে নামাজ নষ্ট হইবে, কিন্তু কবিরিতে নামাজ ফাছেদ না হওয়ার মত সমর্থন করা হইয়াছে। বাজ্জাজিয়া, ১/৪৯, কাজিখান ১৭৩, ফৎহোল-কদির ১/১৩০, কবিরি ৪৫৪।

(৫) একটি অক্ষর কম করিলে, যদি অর্থের পরিবর্ত্তন না হয়, তবে নামাজ নষ্ট হইবে না, যথা لَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا স্থলে

لَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلُنَا, وَ مَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا স্থলে مَا اَنْتَ

اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا, فَسُبْحَانَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ স্থলে

سُبْحَانَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ পড়া, এইরূপ যে ওয়াও و

কিম্বা ف ফে লোপ করিলে, অর্থের পরিবর্ত্তন হয় না, উহাতে নামাজ নষ্ট হইবে না।

আর যদি উহাতে অর্থের পরিবর্ত্তন হয়, তবে নামাজ নষ্ট হইয়া যাইবে, যথা—وَ مَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْاُنْثٰى স্থলে 'ওয়াও' অক্ষর

লোপ করিয়া مَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْاُنْثٰى পড়া, ইহাতে অর্থের পরিবর্ত্তন

হওয়ায় নামাজ নষ্ট হইবে। যদি একটি শব্দের একটি অক্ষর লোপ করায় অর্থের পরিবর্ত্তন হয়, তবে নামাজ নষ্ট হইবে, যথা—رَزَقْنَا স্থলে جَعَلْنَا ও لَقْنَا স্থলে خَلَقْنَا - رَسْتَ স্থলে دَرَسْتَ - زَقْنَا স্থলে عَلَنَا পড়া।

তিন অক্ষর বিশিষ্ট শব্দের প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় অক্ষর লোপ করিলে, অর্থের পরিবর্ত্তন হওয়ায় নামাজ নষ্ট হইয়া যায়, যথা—عَرَبِيًّا স্থলে رَبِيًّا পড়া। এইরূপ শেষ অক্ষর লোপ করিলে, নামাজ নষ্ট হইয়া যায়, যথা—ضَرَبَ স্থলে ضَرَ পড়া, তরখিমের নিয়ম অনুসারে শেষ অক্ষর লোপ করিলে, নামাজ নষ্ট হইবে না—কাজিখান ১/৭৩, ফৎহোল-কদির ১/৩০, বাজ্জাজিয়া, ১/৪৯।

(৬) যদি এটি শব্দের পরিবর্ত্তে অন্য একটি শব্দ পড়িয়া ফেলে, আর উভয় শব্দের মর্ম্ম নিকট নিকট হয় এবং এই দ্বিতীয় শব্দ কোরআনে পাওয়া যায়, তবে এমাম আজম ও তাঁহার শিষ্যদ্বয়ের মতে নামাজ নষ্ট হইবে না। যথা, اَلْحَكِيْمُ স্থলে اَلْعَلِيْمُ পড়া ও اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ স্থলে اَلرَّحْمٰنُ الْكَرِيْمُ পড়া। আর যদি ঐরূপ শব্দ কোরআনে না পাওয়া যায়, তবে এমাম আজম ও তাঁহার শিষ্য এমাম মোহাম্মদের মতে নামজ নষ্ট হইবে না, যথা—اَلْاَثِيْمُ স্থলে اَلْفَاجِرُ পড়া।

আর যদি উভয় শব্দের মর্ম্ম নিকট নিকট না হয় এবং তত্তুল্য শব্দ

কোরআনে না থাকে, তবে তাঁহাদের সকলের মতে নামাজ নষ্ট হইবে, যথা—إن الأبرار لفي نعيم স্থলে إن الفجار لفي جحيم

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات স্থলে إن الذين آمنوا

فلعنة الله على الكاذبين স্থলে عملوا الطالحات পড়া

فلعنة الله على الموحدين পড়া।

যদি তত্তুল্য শব্দ কোর-আনে থাকে, কিন্তু উভয় শব্দের অর্থ নিকট নিকট না হয়, এমন কি উহা বিশ্বাস করিলে কাফের হইতে হয়, তবে এমাম আজম ও তাঁহার শিষ্য এমাম মোহাম্মদের মতে নামাজ বাতীল হইবে, এমাম আবু ইউছুফের ইহাতে দুইটি রেওয়াএত থাকিলেও তাঁহার ছহিহ রেওয়াএতে ইহাতে নামাজ নষ্ট হইবে, যথা—إنا كنا فاعلين

স্থলে إنا كنا غافلين পড়া, الرحمن على العرش استوى

স্থলে الشيطان العرش استوى পড়া, অধিকাংশ বিদ্বানের মতে ইহাতে নামাজ বাতীল হইবে।

ألست بربكم قالوا بلى স্থলে الغبار পড়িলে, الغراب

أفرأيتم ما تمنون স্থলে ألست بربكم قالوا نعم স্থলে

مَا تَخْلُقُوْنَ, পড়িলে সমধিক প্রকাশ্য মতে নামাজ বাতীল হইবে।

قَالَ بَلٰى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ স্থলে قَالَ نَعَمْ

اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ

وَ يُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا قَالُوْا بَلٰى স্থলে قَالُوْا نَعَمْ

اِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوْا بَلٰى

يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ এর স্থলে قَالُوْا نَعَمْ

اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوْا بَلٰى এর স্থলে قَالُوْا نَعَمْ বলিলে, নামাজ বাতীল হইবে, ইহা কাজিখান কেতাবে আছে।

اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ স্থলে ذُقْ الْكَرِيْمُ এর الْحَكِيْمُ

পড়িলে কি হইবে ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, ফৎহোল কদীরে আছে যে, মনোনীত মতে ইহাতে নামাজ বাতীল হইবে; কিন্তু বজ্জাজিয়া কেতাবে আছে যে, ফাৎওয়া গ্রাহ্যমতে উহাতে নামাজ বাতীল হইবে না।

قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوْبِ এর স্থলে

وَ عِنْدَ الْغُرُوْبِ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ পড়িলেও بِسُفَهَاءَ স্থলে

شُرَكَاؤُا পড়িলে নামাজ ফাছেদ হইবে। কাজিখান ১/১৩-১৪ পৃষ্ঠা, ফৎহোল কাদীর ১/১৩০, মিসরে মুদ্রিত ফাতাওয়ায় আলমগিরির হাশিয়ায় মুদ্রিত বাজ্জাজিয়া ৫০।৫১।

(৭) যদি ভ্রমবশতঃ একটি শব্দ ত্যাগ করে এবং উহাতে অর্থের পরিবর্ত্তন না হয়, তবে ইহাতে নামাজ নষ্ট হইবে না, যথা— وما تدري نفس ماذا تكسب غدا এই আয়তের ذا শব্দ লোপ করিয়া ما تكسب غدا পড়া, ولئن اتبعت اهوائهم بعد ما جاءك ما جاءك العلم এই আয়তের من শব্দ লোপ করিয়া من العلم পড়া, جزاء سيئة سيئة مثلها এর শেষ سيئة লোপ করিয়া جزاء سيئة مثلها পড়া। এইরূপ স্থলে অর্থের পরিবর্ত্তন হয় না আর যদি একটি শব্দ ত্যাগ করায় অর্থের পরিবর্ত্তন হয়, তবে অধিকাংশ বিদ্বানের মতে নামাজ বাতীল হইবে, ইহাই ছহিহ মত, যথা— فما لهم لا يؤمنون এর لا শব্দ লোপ করিয়া فما لهم يؤمنون পড়া এবং واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون এর لا শব্দ লোপ করিয়া واذا قرئ عليهم القرآن يسجدون পড়া, স্বেচ্ছায় এইরূপ পড়িলে, কাফের হইতে হয়, কাজেই ভ্রমবশতঃ পড়িলে, নামাজ

বাতীল হইবে। কাজিখান, ১।৭৪।

(৮) যদি ভ্রমবশতঃ একটি শব্দ বেশী করিয়া পড়ে, ইহাতে অর্থের পরিবর্ত্তন না হইলে এবং তত্তুল্য শব্দ কোর-আন শরিফে থাকিলে সকলের মতে নামাজ নষ্ট হইবে না, যথা— لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ بِرًّا وَ ذِي الْقُرْبٰى এই আয়তে بِرًّا শব্দ যোগ করা, اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا عَلِيْمًا এই আয়তে عَلِيْمًا শব্দ যোগ করা এবং وَ اِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ এই আয়তে الْعَلِيْمُ শব্দ যোগ করা। আরও যদি উক্ত শব্দ যোগ করায় অর্থের পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু তত্তুল্য শব্দ কোর-আনে থাকে, তবে নামাজ ফাছেদ হইবে, যথা— مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَ كَفَرَ فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ এই আয়তে كَفَرَ শব্দ বৃদ্ধি কর, وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ وَ كَفَرُوْا اُولٰٓئِكَ سَوْفَ نُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ এই আয়তে وَ كَفَرُوْا শব্দ বেশী করা فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَكَفَرَ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى এই আয়তে, كَفَرَ শব্দ যোগ করা, وَ اَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنٰى

وَ اٰمَنَ وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنٰى এই আয়তে وَ اُمِنَ শব্দ বৃদ্ধি করা এবং وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ اٰمَنُوْا اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ এই আয়তে وَ اٰمَنُوْا শব্দ যোগ করা, যদি জ্ঞাতসারে এইরূপ যোগ করে, তবে কাফের হইবে, আর ভ্রমবশতঃ এইরূপ করিলে, নামাজ বাতীল হইয়া যাইবে।

এইরূপ যদি উক্ত কোরআনে না থাকে এবং অর্থের পরিবর্ত্তনহইয়া থাকে, তবে নামাজ বাতীল হইবে, যথা— وَ اَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ وَ عَصَيْنَا هُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى এই আয়তে وَ عَصَيْنَا هُمْ শব্দ যোগ করা, স্বেচ্ছায় এইরূপ পড়িলে, কাফের হইতে হয় এবং ভ্রম বশতঃ বড়িলে নামাজ নষ্ট হইবে।

যদি উক্ত শব্দ কোর-আনে না থাকে এবং উহাতে অর্থের পরিবর্ত্তন না হয়, তবে এমাম আজমের মতে ইহাতে নামাজ বাতীল হইবে না, যথা— فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّ نَخْلٌ وَّ تُفَّاحٌ وَّ رُمَّانٌ এই আয়তে وَ تُفَّاحٌ শব্দ যোগ করা এবং كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ اِذَا اَثْمَرَ وَ اسْتَحْصَدَ এই আয়তে وَ اسْتَحْصَدَ যোগ করা। ফৎহোল০কদির,১।১৩ গ্রন্থ ও কাজিখান, ১।৭৪।

(৯) একটি কিম্বা দুইটি শব্দ অগ্রপশচাৎ করিলে যদি অর্থের পরিবর্ত্তন না হয়, তবে উহাতে নামাজ নষ্ট হইবে না, যথা—

لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّ سَهِيْقٌ স্থলে لَهُمْ فِيْهَا سَهِيْقٌ وَّ زَفِيْرٌ পড়া,

وَ اَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا وَّ عِنَبًا স্থলে وَ اَنْبَتْنَا فِيْهَا عِنَبًا وَّ حَبًّا

পড়া يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّ تَسْوَدُّ وُجُوْهٌ স্থলে يَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوْهٌ وَّ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ

পড়া এবং اِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ স্থলে

اِنَّ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ পড়া, এই কয়েক স্থলে অর্থের পরিবর্ত্তন হয় না, এই হেতু নামাজ নষ্ট হয় না। যদি এইরূপ অগ্রপশ্চাৎ করিলে, অর্থের পরিবর্ত্তন হয়, তবে নামাজ নষ্ট হইবে, যথা—

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا স্থলে اِنَّ مَعَ الْيُسْرِ عُسْرًا পড়া এবং

اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَهٗ فَلَا تَخَافُوْهُمْ

وَ خَافُوْنِ স্থলে اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَهٗ فَخَافُوْهُمْ

وَ لَا تَخَافُوْنِ পড়া, এইরূপ স্থলে অর্থের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া নামাজ বাতীল হইয়া যাইবে। ফৎহোল-কদীর, ১।১৩০ ও বাজ্জাজিয়া, ১।৫১।

(১০) যদি একটি শব্দের একটি অক্ষর অগ্র পশ্চাৎ করিলে অর্থের

পরিবর্ত্তন হয়, তবে নামাজ বাতীল হইবে, যথা— قَسْوَرَةٌ স্থলে قَوْسَرَةٌ পড়া।

আর যদি অর্থের পরিবর্ত্তন না হয়, তবে এমাম মোহাম্মদের মতে নামাজ বাতীল হইবে না। যথা— اِنْفَجَرَتْ স্থলে اِنْفَرَجَتْ বলা। ফৎহোল কদীর, ১।১৩০ ও শাকী, ১।৬৬১।

মাখ্‌রেজ হরুফের বিবরণ

যে স্থান হইতে আরবী অক্ষরগুলি উচ্চারিত হয়, উহাকে মাখরেজ বলা হয়।

মাখরেজ জানিবার পূর্বে জানা উচিত যে, আরবি অক্ষরের সংখ্যা কত, ইহাতে মতভেদ দেখা যায়, কেহ কেহ ৩০টি কেহ কেহ ২৯টি এবং কেহ কেহ ২৮টি বলিয়াছেন, যাহারা আলেফ ও হামজাকে এক অক্ষর এবং লাম ও লাম আলেফকে এক অক্ষর ধারণা করিয়াছেন। তাহারা ২৮টি অক্ষর ধারণা করিয়াছে।

আর যাহারা কেবল লাম ও লাম আলেফকে এক অক্ষর ধারণা করিয়াছেন, তাহারা ২৯টি অক্ষর বলিয়াছেন।

আর যাহারা উক্ত চারিটি অক্ষরকে পৃথক পৃথক অক্ষর ধারণা করিয়াছেন, তাহারা ৩০টি অক্ষর বলিয়াছেন।

২৯টি অক্ষর হওয়া প্রসিদ্ধ মত।

এক্ষণে আরবী অক্ষরগুলি কোন কোন স্থানে হইতে বাহির হয়, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। দন্ত, জিহ্বা, তালু, গলা, ঠোঁট হইতে উক্ত অক্ষরগুলি উচ্চারিত হয়।

বয়ঃপ্রাপ্ত মনুষ্যের ৩২টি দাঁত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে সম্মুখের চারিটি দাঁতকে 'ছানাইয়া' বলা হয়, উপরিস্থ দুইটিকে ছানাইয়া উলইয়া এবং নিম্নস্থ দুইটিকে ছানাইয়া ছোফলা বলা হয়।

উক্ত চারিটি দাঁতের চারি পার্শ্বে যে চারিটি দাঁত আছে, উক্ত দাঁতগুলিকে 'রাবাইয়াত' বলা হয়, বঙ্গভাষায় এই আটটি দাঁতকে কর্ত্তন দন্ত বলে।

চারিটি রাবাইয়াত দাঁতের চারি পার্শ্বে যে চারিটি দাঁত আছে, উক্ত দাঁতগুলিকে আরবিতে 'আনইয়াব' এবং বঙ্গভাষায় সুচাল দন্ত বলা হয়। অবশিষ্ট ২০টি দাঁতকে আরবিতে 'আদরাছ' এবং বঙ্গভাষায় চোয়ালের কিম্বা চর্ব্বনণ দাঁত বলে। চারিটি আনইয়াবের চারিপার্শ্বে যে চারিটি দাঁত আছে, উক্ত দাঁতগুলিকে

ض

জাওয়াহেক দাঁত বলা হয়।

জাওয়াহেক চারিটি চারিপার্শ্বে তিনটি করিয়া বারটি দাঁত আছে, তৎসমস্তকে 'তাওয়াহেন' দাঁত বলা হয়।

তাওয়াহেনের চারিপার্শ্বে চারিটি দাঁতকে নওয়াজেজ দাঁত বলা হয়।

আরবী অক্ষরগুলির ১৭টি মখরেজ আছেঃ—

প্রথম মখরেজ জওফ অর্থাৎ গলা ও মুখের মধ্যস্থিত শূন্যস্থান, এই স্থান হইতে তিনটি হরফে-মদ্দ উচ্চারিত হয়, আলেফ ছাকেন এবং উহার প্রথম অক্ষর জবর যুক্ত, ইহা ছাকেন এবং উহার প্রথম অক্ষর জের বিশিষ্ট এবং ওয়াও ছাকেন ও উহার পূর্ব্বঅক্ষর পেশযুক্ত হইলে, এই আলেফ, ইয়াওওয়াও অক্ষরত্রয়কে হরফে-মদ্দ বলা হয়।

এই তিন অক্ষর মুখের শূন্যস্থান হইতে বাহির হইয়া বাতাসের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়, এইহেতু এই তিন অক্ষরকে হাওয়াইয়া বলা হয়।

দ্বিতীয় মখরেজ আক্ছার হালক অর্থাৎ ছিনার নিকটস্থ কণ্ঠ মূল, এই স্থান হইতে ছোট হে (ه) ও হাজজা (ء) উচ্চারিত হয়।

তৃতীয় মখরেজ অছাতে হালক অর্থাৎ কণ্ঠের মধ্যস্থল, এই স্থান হইতে বড় হে (ح) ও আএন (ع) উচ্চারিত হয়।

চতুর্থ মখরেজ আদনায় হালক অর্থাৎ মুখের নিকটস্থ কণ্ঠনালীর উপরি অংশ, এই স্থল হইতে খে (خ) ও গাএন (غ) উচ্চারিত হয়।

উপরোক্ত ছয়টি অক্ষরকে হরুফে হালকি বলা হয়।

পঞ্চম মখরেজ আক্‌ছায় জবান অর্থাৎ জিহ্বার মূল এবং তদুপরিস্থ তালু এই স্থান হইতে বড় কাফ (ق) উচ্চারিত হয়।

ষষ্ঠ মখরেজ জিহ্বার মূল ও মধ্য ভাগের মধ্যস্থল এবং তদুপরিস্থ তালু, এই স্থল হইতে ছোট কাফ (ك) উচ্চারিত হয়।

উপরোক্ত অক্ষরদ্বয়কে "লাহাতিয়া" বলা হয়।

সপ্তম মখরেজ জিহ্বার মধ্যস্থল এবং তদুপরিস্থ তালু, এইস্থান হইতে জীম (ج) শীন (ش) ও ইয়া (ى) উচ্চারিত হয়।

উপরোক্ত তিন অক্ষরকে 'শাজারিয়া' বলা হয়।

অষ্টম মখরেজ জিহ্বার ডাহিন কিম্বা বাম কিনারা যাহা উহার মূল দেশের সন্নিকট এবং তৎসংলগ্ন উপরিস্থ চোয়ালের দাঁতগুলির মূল, এই স্থল হইতে দোয়াদ (ض) উচ্চারিত হয়, এই অক্ষরটি জিহ্বার উভয় পার্শ্ব হইতে বাহির করা যাইতে পারে, কিন্তু বামপার্শ্ব হইতে বাহির করা অপেক্ষাকৃত সহজ। ইহাকে 'হাফিয়া' হরফ বলা হয়।

এই অক্ষরটি উচ্চারণ করিতে অনেকে ভুল করিয়া থাকেন, কাজেই সুদক্ষকারীর নিকট ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

নবম মখরেজ জিহ্বার শেষ ডাহিন কিম্বা বাম কিনারা, উপরিস্থ, তালু ও উপরিস্থ 'জাহেক' ও 'নাব' দাতের মূলসহ, এই স্থান হইতে 'লাম' উচ্চারিত হয়।

দশম মখরেজ জিহ্বার অগ্রভাগের এক কিনারা, উপরিস্থ ছানাইয়া দাঁতদ্বয়ের মূল ও তালুসহ, এই স্থান হইতে 'নুন' উচ্চারিত হয়।

একাদশ মখরেজ জিহ্বার অগ্রভাগের পিঠ ও উপরিস্থ 'ছানাইয়া'

দাঁতদ্বয়ের মূল, এই স্থান হইতে রে' উচ্চারিত হয়।

লাম জিহ্বার আগার উপরের দিক হইতে এবং 'রে' পিঠের দিক্ হইতে উচ্চারিত হয়।

উপরেক্ত তিনটি অক্ষরকে 'তরফিয়া' কিম্বা 'জালকিয়া' বলা হয়।

দ্বাদশ মখরেজ জিহ্বার অগ্রভাগ ও উপরিস্থ্ ছানাইয়া দাঁতদ্বয়ের মূল, এই স্থান হইতে দাল, তোয়া ও 'তে' এই তিন অক্ষর উচ্চারিত হয়।

এই তিন অক্ষরকে 'নাৎয়িয়া' বলা হয়।

ত্রয়োদশ মখরেজ জিহ্বার অগ্রভাগ ও উপরিস্থ্ 'ছানাইয়া' দাঁতদ্বয়ের অগ্রভাগ এই স্থান হইতে জোয়া জাল ও 'ছে' উচ্চারিত হয় এই তিন অক্ষরকে 'লেছাবিয়া' বলা হয়।

চতুর্দ্দশ মখরেজ জিহ্বার অগ্রভাগ এবং নিম্নের 'ছানাইয়া' দাঁতদ্বয়ের মূল কিম্বা অগ্রভাগ, এই স্থান হইতে ছাদ, জে ও ছিন উচ্চারিত হয়।

এই তিন অক্ষরকে 'ছাফিরিয়া' বলা হয়।

পঞ্চদশ মখরেজ নীচের ঠোঁটের পেট ও উপরিস্থ 'ছানাইয়া' দাঁতদ্বয়ের অগ্রভাগ। এই স্থান হইতে ফে উচ্চারিত হয়।

ষোড়শ মখরেজ দুই ঠোঁট, এই স্থান হইতে বে, মিম এবং যে 'ওয়াও' মাদ্দা নহে, উচ্চারিত হয়, যে 'ওয়াও' ছাকেন হয় এবং অক্ষরে উহার পূর্ব্বের অক্ষরে পেশ থাকে, উহাকে 'ওয়াও' মাদ্দা বলা হয় 'বে' এবং মিম উচ্চারণ কালে দুই ঠোঁট মিলিত হয়, কিন্তু 'ওয়াও' উচ্চারণ কালে দুই ঠোঁট ফাঁক হইয়া যায়।

'বে' দুই ঠোঁটের ভিজা অংশ হইতে বাহির হয়, এইহেতু উহাকে 'বাহরি' বলা হয় আর মিম দুই ঠোঁটের শুষ্ক অংশ হইতে বাহির হয়, এইহেতু উহাকে 'বার্রি' বলা হয়।

উপরোক্ত তিনটি অক্ষরকে 'শাফাবিয়া' বলা হয়।

সপ্তদশ মখরেজ নাসিকার মূল, এই স্থান হইতে খে্ফা ও এদগামের নুন উচ্চারিত হয়, এই নুন উহার আছল মখরেজ হইতে উচ্চারিত না হইয়া নাসিকাস্থল হইতে উচ্চারিত হয়, এইরূপ উচ্চারণ করাকে 'গোন্না

বলা হয়।

এখফা ও এদগামের মিম মিমের মখরেজ হইতে বাহির হইয়া নাসিকাস্থলে পৌঁছিয়া থাকে।

মোশতাবেহোছ-ছওত

অক্ষরগুলির প্রভেদ!

সাধারণ লোকে নিম্নোক্ত অক্ষরগুলিকে বিকৃত ভাবে পড়িয়া থাকে, ইহাতে কোর-আনের অর্থের পরিবর্ত্তন হইয়া পড়ে, কাজেই এই অক্ষরগুলির প্রভেদ অবগত হওয়া নিতান্ত জরুরী।

হাম্‌জা (ء) গলার নিম্ন অংশ হইতে এবং আএন (ع) উহার মধ্যাংশ হইতে উচ্চারিত হয়, কিন্তু উম্মিরা আএন স্থলে হামজা পড়িয়া থাকে, তাহারা عَلَيْهِمْ 'আলায়হেম' এর আইন স্থলে হামজা ও أَنْعَمْتَ 'আনয়া'মতা এর আএন স্থলে হামজা পড়িয়া থাকে।

ت তে বেং ط 'তোয়া' অক্ষরদ্বয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, 'তে' বারিক এবং 'তোয়া' পোর (মোটা) ভাবে উচ্চারিত হয়।

উম্মিরা صِرَاطَ ছেরাত এর তোয়া স্থলে 'তে' পড়িয়া থাকে।

ث ছে, س ছিন এবং ص ছাদ এই তিন অক্ষরের মধ্যে প্রভেদ এই যে, ছিন এবং ছাদে শিস দেওয়ার ন্যায় আওয়াজ বাহির হয়, 'ছে' অক্ষরে উহা বাহির হয় না, ছে' অতি নরমে জিহ্বার আগা ও উপরি ছানাইয়া দ্বয়ের আগা হইতে বাহির হয়।

ছাদ অক্ষরটি 'পোর' কিন্তু ছিন 'পোর' নহে। আমলোকেরা صِرَاطَ 'ছেরাত' এর ছাদ স্থলে ছিন পড়িয়া থাকে, صَمَدُ ছামাদ, এর

ছাদ স্থলে ছিন পড়ে, এবং فَاحْدَثْ ফাহাদ্দেছ এর 'ছে' স্থলে ছিন পড়িয়া ফেলে।

বড় হে (হায়-হোত্তি) এবং ছোট হে (হায় হাওয়াজ) এর মধ্যে প্রভেদ এই যে, প্রথমটি গলার মধ্যস্থল হইতে এবং শেষটি উহার নিম্নস্থল হইতে বাহির হয়।

সাধারণ লোকের اَلْحَمْدُ 'আলহামদো' এর বড় হে স্থলে ছোট হে এবং اَحَدْ 'আহাদ' এর বড় হে স্থলে ছোট হে পড়িয়া থাকে। ذ জাল ও ز 'জে' এর মধ্যে প্রভেদ এই যে, জাল জিহ্বার আগা ও উপরি ছানাইয়া দাঁতদ্বয়ের আগা হইতে 'ছে' অক্ষরের ন্যায় অতি নরম ভাবে উচ্চারিত হয়, কিন্তু 'জে' জিহ্বার আগা ও নিম্নছানাইয়া এর আগা কিম্বা মূল হইতে উচ্চারিত হয় এবং ইহাতে শিসের ন্যায় আওয়াজ বাহির হয়, জাল অক্ষরে ইহা বাহির হয় না।

দোয়াদ অক্ষর জিহ্বার ডাহিন কিম্বা বাম কিনারাকে চোয়ালের দাঁতগুলির সহিত সংলগ্ন করিলে, বাহির হয়, ইহা লম্বা ভাবে উচ্চারণ করিতে হয়, ইহা দাল জোয়া হইতে পৃথক, একটু চেষ্টা করিলে, উহা উচ্চারণ করা সম্ভব হয়।

ق বড় কাফ এবং ك ছোট কাফ এর মধ্যে প্রভেদ করা নিতান্ত জরুরী, অনেকে قُلْ 'কোল' এর বড় কাফ স্থলে ছোট কাফ এবং قُرَيْشٍ 'কোরাএশেন, এর বড় কাফ স্থলে ছোট কাফ পড়িয়া থাকে।

ج জীম ও ز জে এই অক্ষরদ্বয়ের প্রভেদ করা জরুরী, অনেকে الرَّجِيْمِ 'রাজিম' এর জিম স্থলে জে পড়িয়া থাকে।

এইরূপ জোয়া এবং জে এই অক্ষরদ্বয়ের মধ্যে প্রভেদ করা

জরুরী, অনেক الْعَظِيْم 'আজিম' এর জোয়া স্থলে জে পড়িয়া থাকে।

অক্ষরগুলির ছেফাতের বিবরণ

যে ভাব ও নিয়মে আরবি অক্ষরগুলি উচ্চারিত হয়, উক্ত অবস্থাগুলিকে ছেফাত বলা হয়। উক্ত ছেফাতগুলির প্রভেদে অক্ষরগুলির ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়াছে।

আরবী অক্ষরগুলি অনেক ছেফাত আছে এস্থলে ২০টি ছেফাতের বিবরণ উল্লেখ করা হইয়াছে।

১ম মাহমুছা, এই অক্ষরগুলির মখরেজ অতি নরম ও সহজে নিঃশ্বাস বাহির হইতে থাকে এবং এই অক্ষরগুলির উচ্চারণ হওয়ার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত নিঃশ্বাস জারী থাকে। নিম্নোক্ত দশটি মাহফুছা বলা হয়—

ফে, বড় হে, ছে, ছোট হে, শিন, খে, ছাদ, ছিন, কাফ ও তে। এই দশটি অক্ষরকে فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ এই আরবী প্রবচনের মধ্যে সংগ্রহ করা হইয়াছে।

২য় মাজহুরা, যে অক্ষরগুলি উচ্চারণ কালে মখরেজ অতি জোরে নিঃশ্বাস জারী হয়, এইহেতু নিঃশ্বাসবন্ধ হইয়া যায়, তৎপরে পুনরায় উহা জারী হয়, এই নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার পরে পুনঃ জারী হওয়ার জন্য উচ্চ আওয়াজ বাহির হয়, এই অক্ষরগুলিকে মাজহুরা বলা হয় মাহমুছার দশটি অক্ষর ব্যতীত সমস্ত অক্ষরকে মাজহুরা বলা হয়।

৩য় শদিদা এই অক্ষরগুলি ছকুন ও এদগামের অবস্থায় মখরেজে শক্ত ধাক্কা দেয়, এমন কি নিঃশ্বাস ও আওয়াজ একেবারে বন্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু অকফের সময় এই সমস্ত অক্ষরে নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়া শর্ত্ত নহে, মজহুরা ও শদিদা এই দুই প্রকারে প্রভেদ এই যে, মজহুরাতে প্রথমে

নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু পরে উহা জারি হয় এবং উচ্চ আওয়াজ বাহির হয়, কিন্তু ইহার আওয়াজে কঠিনতা নাই।

পক্ষান্তরে শদীদা অক্ষরগুলির উচ্চারণের কাঠিন্যভাব বোধ হয়, আর যখন তৎসমস্তকে ছাকেন পড়া হয়, তখন নিঃশ্বাস উহার মখরেজ পৌঁছিয়া একেবারে বন্ধ হইয়া যায় এবং উহার শব্দ ঐ স্থানে থামিয়া যায়। শদীদা নিম্নোক্ত আট অক্ষরকে বলা হয়ঃ— হামজা, জিম, দাল, বড় কাফ, তোয়া, বে, কাফ, তে, আরবীর اَجِدُ قَطٍ بَكَتْ এই প্রবচনে উক্ত অক্ষরগুলি সংগৃহীত হইয়াছে।

৪র্থ রেখওয়া, এই অক্ষরগুলি উচ্চাণকালে নিঃশ্বাস মখরেজে পৌঁছিয়া একেবারে বন্ধ হয় না, বরং কিছু কিছু জারি থাকে, এই হেতু নরম ভাবে উচ্চারিত হয়। শদীদাও মোতাওয়াছছেতা ব্যতীত ১৬টি অক্ষরকে 'রেখওয়া' বলা হয়।

৫ম মোতাওয়াছছেতা এই অক্ষরগুলি শদীদা ও রেখওয়ার মধ্যবর্ত্তী— অর্থাৎ ছকুনের অবস্থায় এই অক্ষরগুলির উচ্চারণে এক প্রকার নিঃশ্বাস বন্ধ থাকে এবং এক প্রকার জারী থাকে, নিঃশ্বাসের পথের নীচের দিক বন্ধ এবং উপরের দিক্ জারী থাকে, নিম্নোক্ত পাঁচটি অক্ষর মোতাওয়াছছেতা নামে অভিহিত হয়ঃ—লাম, নুন আএন মিম ও রে। আরবীর لِنْ عُمَرْ এই প্রবচনে উক্ত অক্ষরগুলি সংগৃহীত হইয়াছে।

৬ষ্ঠ মোছতা'লিয়া এই অক্ষরগুলির উচ্চারণ কালে জিহ্বা উপরের তালুর দিকে উত্থিত হয়, ইহা সাতটি অক্ষর, খে, ছাদ, দোয়াদ, গাএন, তোয়া, বড়কাফ ও জোয়া। আরবীর خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ এই প্রবচনে উক্ত অক্ষরগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছে।

সপ্তম মোছতাফেলা, এই অক্ষরগুলির উচ্চারণ কালে জিহ্বা নীচের দিকে ধাবিত হয়, মোছতা'লিয়া সাত অক্ষর ব্যতীত অবশিষ্ট ২২ অক্ষর

মোছাতাফেলা হইবে।

অষ্টম মোৎবাকা, এই অক্ষরগুলি উচ্চারণ কালে জিহ্বা উপরি তালুর সহিত মিলিত হইয়া যায়, ছাদ, দোয়াদ, তোয়া এবং জোয়া এই চারিটি অক্ষর মোৎবাকা নামে অভিহিত হইয়াছে।

নবম মোনফাতেহা এই অক্ষরগুলি উচ্চারণ কালে জিহ্বা এবং তালুর মধ্যে ফাঁক হইয়া পড়ে, মোৎবাকার চারি অক্ষর ব্যতীত অবশিষ্ট ২০টি অক্ষর মোনফাতেহা হইবে।

দশম মোজলাকা, এই অক্ষরগুলি জিহ্বা কিম্বা ঠোঁটের কিনারা হইতে উচ্চারিত হয়, ইহা ফে, রে, মিম, নুন, লাম এবং বে এই ছয়টি অক্ষর, فَرَّ مِنْ لُبْ এই প্রবচনে উক্ত অক্ষরগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছে।

একাদশ মোছমাতা, এই অক্ষরগুলি মোজলাকার অক্ষরগুলির বিপরীতে জিহ্বা কিম্বা ঠোঁটের কিনারাতে উচ্চারিত হয় না। ইহা মোজলাকার ৬টি অক্ষর ব্যতীত অবশিষ্ট ২৩টি অক্ষর হইবে।

দ্বাদশ ছফিরা চড়ুই পক্ষী কিম্বা শিসের ন্যায় আওয়াজ জে, ছিন এবং ছাদ এই তিন অক্ষরে প্রকাশিত হয়, এই হেতু উক্ত অক্ষরগুলিকে ছফিরা বলা হয়।

ত্রয়োদশ কালকালা, এই অক্ষরগুলি উচ্চারণকালে মখরেজে এক প্রকার কম্পন উপস্থিত হয়, ছকুনের সময় যেরূপ কম্পন উপস্থিত হয়, অক্ফের সময় তদপেক্ষা অধিকতর কম্পন উপস্থিত হয়, বড়কাফ, তোয়া, বে, জিম ও দাল এই পাঁচটি অক্ষরকে কালকালার অক্ষর বলা হয়, قُطْبُ جَدْ এই প্রবচনে উক্ত অক্ষরগুলি সংগৃহীত হইয়াছে।

চতুর্দ্দশ হরুফে-লিন, ওয়ায় এবং ইয়া ছাকেন এবং উহার পূর্ব্বের অক্ষরে জবর হইলে, উক্ত অক্ষরদ্বয়কে হরফে-লিন বলা হয়, যথা—-صَيْفٌ ছায়েফ خَوْفٌ এবং খওফ।

পঞ্চদশ, মোনহারেফা, লাম এবং 'রে' এই অক্ষরদ্বয়কে এই জন্য মোনহারেফা বলা হয় যে, উচ্চারণ কালে স্ব স্ব মখরেজ হইতে অন্য মখরেজের দিকে ফিরিয়া যায়, লাম নিজের মখরেজ হইতে বাহির হইয়া নুনের মখরেজের দিকে এবং 'রে' নিজের মখরেজ হইতে বাহির হইয়া লামের মখরেজের দিকে ফিরিয়া যায়।

ষোড়শ, হরফে-তাকরার, 'রে' উচ্চারণ কালে জিহ্বাতে এরূপ কম্পন উপস্থিত হয়, যাহাতে দুইটি 'রে' অক্ষর আওয়াজের ন্যায় অনুমিত হয়, এই হেতু উহাকে হরফে-তাকরার বলা হয়। কিন্তু 'কারি'র সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত যেন ডবল 'রে' উচ্চারিত না হয়, 'রে' অক্ষরের উপর তশদীদ হইলে সমধিক সাবধনতা অবলম্বন করা উচিত, নচেৎ উহাতে অনেকগুলি 'রে' প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। মূল কথা, 'রে'কে ডবল 'রে' পড়া একেবারে ভুল।

সপ্তদশ, হরফে-তাফাশশী শীন অক্ষরকে উক্ত নামে অভিহিত করা হয়, যেহেতু উহা উচ্চারণকালে মুখের মধ্যে একটি স্পষ্ট আওয়াজ প্রকাশ হইয়া জিহ্বায় ছড়াইয়া পড়ে।

অষ্টাদশ, হরফে মোছতাতিল, দোয়াদ অক্ষরকে এই হেতু মোছতাতিল বলা হয় যে, উচ্চারণকালে উহার আওয়াজ ও মখরেজ এত লম্বা হইয়া পড়ে যে, লাম অক্ষরের মখরেজ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। মোছতাতিল ও মদ্দ এই অক্ষরদ্বয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, মোছতাতিল নিজের মখরেজ লম্বা হইয়া থাকে, আর হরফে-মদ্দ নিশ্বাসে লম্বা হইয়া থাকে।

উনবিংশ, হরফে-মদ্দ, ওয়াও ছাকেন এবং উহার পূর্ব্বের অক্ষরে পেশ হইলে, আর আলেফ ছাকেন ও উহার পূর্ব্বের অক্ষরে জবর হইলে, আর ইয়া ছাকেন ও উহার পূর্বের অক্ষরে জের হইলে, এই তিন অক্ষরকে হরুফে মাদ্দ বলা হয়।

এজহারের বিবরণ

দুই জবর, দুই জের এবং দুই পেশকে 'তনবিন' বলা হয়। নুন

ছাকেন কিম্বা তানবিনের পরে ছয়টি হরফে-হালকি অর্থাৎ বড় হে, খে, আএন, গাএন, ছোট হে এবং হামজা থাকিলে, নুনকে স্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করিতে হইবে, যেন উহার আওয়াজ নাসিকায় না আনা হয় এবং গোন্না না করা হয়। ইহাকে اظهار এজহার বলা হয়।

নুন ছাকেনের এজহারের উদাহরণ এই ঃ—

اِنْ اَجْرِيَ - اِنْ هَدَانَا - اِنْ عَلِمْتُمْ - اِنْ حَكَمْتُمْ - اِنْ غَنِمْتُمْ - اِنْ خَرَجْتُمْ *

তনবিনের এজহারের উদাহরণ এইঃ—

بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً - مَنْسَكًا هُمْ - لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ - عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ - عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ - ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ *

এখফার বিবরণ

নুন-ছাকেন কিম্বা তনবিনের পরে তে, ছে, জিম, দাল, জাল, জে, ছিন, শিন, ছাদ, দোয়াদ, তোয়া, জোয়া, ফে, বড়কাফ এবং ছোট কাফ এই ১৫টি অক্ষর আসিলে, নুন কিম্বা তনবিনকে অস্পষ্ট ভাবে এবং নাসিকা মূল হইতে উচ্চারণ করিবে, ইহাকে এখফা বলা হয়।

'তে' অক্ষরের উদাহরণঃ—

أَنْتُمْ - اِنْ تَصْبِرُوْا - يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ

'ছে' অক্ষরের উদাহরণঃ—

مَنْثُوْرًا - مِنْ ثَمَرَةٍ - قَوْلًا ثَقِيْلًا

জিমের উদাহরণঃ—

فَأَنْجَيْنَاكُمْ - اِنْ جَنَحُوْا - فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ

দালেরঃ—

أَنْدَادًا - مِنْ دُوْنِ اللهِ - كَأْسًا دِهَاقًا

জালেরঃ—

أَنْذَرْتَهُمْ - مَنْ ذَا الَّذِيْ - ظِلٍّ ذِيْ ثَلَاثِ

জে অক্ষরেরঃ—

تَنْزِيْلٌ - فَاِنْ زَلَلْتُمْ - نَفْسًا زَكِيَّةً

ছিনেরঃ—

تَنْسَوْنَ - اَنْ سَيَكُوْنُ - قَوْلًا سَدِيْدًا

শিনেরঃ—

يَنْشُرُ رَحْمَتَهُ - اِنْ شَاءَ - عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ

দেরঃ—

يَنْصُرُكُمْ - مِنْ صَلْصَالٍ - قَوْمًا صَالِحِيْنَ

দোয়াদের ঃ—

مَنْضُوْدٍ - مِنْ ضَرِيْعٍ - عَذَابًا ضِعْفًا

তোয়া অক্ষরের ঃ—

اَنْطَقَنَا - فَاِنْ طِبْنَ - صَعِيْدًا طَيِّبًا

জোয়া অক্ষরের ঃ—

اُنْظُرُوْا - مِنْ ظُهُوْرِهِمْ - ظِلًّا ظَلِيْلًا

ফে অক্ষরের ঃ—

يُنْفِقُ - فَاِنْ فَاءُوْا - عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ

বড় 'কাফ' এর ঃ—

يَنْقَلِبْ - مِنْ قَرَارٍ - بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ

ছোট 'কাফ' এর ঃ—

اَنْكَالًا - اِنْ كُنْتُمْ - رِزْقٌ كَرِيْمٌ

গুন্না বিশিষ্ট এদগামের বিবরণ

নুন ছাকেন কিম্বা তনবিনের পরে ইয়া, নুন, মিম এবং ওয়াও এই চারি অক্ষর থাকিলে, উক্ত নুন কিম্বা তনবিনকে উক্ত অক্ষরগুলির সহিত 'এদগাম' করিতে হইবে এবং অস্পষ্টভাবে নাসিকামূলে লইয়া পড়িতে হইবে কিন্তু যদি নুন কিম্বা তনবিন এবং উক্ত অক্ষরগুলি এক শব্দে থাকে, তবে এদগাম ও গুন্না করিতে হইবে না, কোরআন শরিফে এইরূপ চারিটি

শব্দ আসিয়াছে যথা;—

صِنْوَانٌ - قِنْوَانٌ - بُنْيَانٌ دُنْيَا

উপরোক্ত চারিটি অক্ষরকে يَنْمُو শব্দে সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উপরূপ এদগাম ও গুন্না করাকে গোন্নাবিশিষ্ট এদগাম বলা হয়।

নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইতেছে;—

فِئَةٌ يَنْصُرُوْنَهُ - جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُوْنَ - هُدًى وَّ نُوْرٌ -

مِنْ وَّلِيٍّ - قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ - فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ - مَنْ مَّعَهُ

مِنْ مَّاءٍ - مَثَلًا نَّكَالًا - عَنْ نَّفْسٍ *

বেলা-গুন্না এদগামের বিবরণ

নুন ছাকেন কিম্বা তনবিনের পরে লাম 'রে' থাকিলে উহাকে 'রে' কিম্বা লামের সহিত এদগাম (সংযুক্ত) করিয়া পড়িতে হইবে, কিন্তু এস্থলে গুন্না করিতে হইবে না, ইহাকে গুন্নাবিহীন এদগাম বলা হয়।

লামের উদাহরণঃ—

وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ - مِنْ لَّبَنَةٍ - هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ -

خَيْرٌ لَّكُمْ *

'রে' এর উদাহরণ ঃ—

مِنْ رَّبِّكَ - مِنْ رِّزْقِ اللهِ - مِنْ ثَمَـــرَةٍ رِّزْقًا -

غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ *

বায়ে-কলবের বিবরণ

নুন ছাকেন কিম্বা তনবিনের পরে 'বে' অক্ষর থাকিলে, উক্ত নুন কিম্বা তনবিন অস্পষ্ট নুনরূপে নাসিকা মূলে (গুন্নার সহিত) পড়িতে হইবে, ইহাকে বায়ে-কলব বলা হয়।

উদাহরণ ঃ—

اَنْبِئْهُمْ - اَنْبَئْتُهُمْ - عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ - صُمٌّ بُكْمٌ *

তাশদীদযুক্ত নুন কিম্বা মিমের বিবরণ

মিম কিম্বা নুনের উপর তাশদীদ থাকিলে, তথায় গুন্না করা ক্বারীদিগের নিকট জরুরী। নাসিকা বন্ধ করিয়া শব্দ করিলে, নাসিকামূল হইতে যেরূপ আওয়াজ প্রকাশ হয়, উহাকে গুন্না বলা হয়।

উদাহরণ ঃ—

اَلْجَنَّةَ - مِنَّ - اِنَّا - ثَمَّ - ثُمَّ *

মিম ছাকেনের বিবরণ

মিম ছাকেনের তিন প্রকার অবস্থা আছে, এদগাম, এখফা এবং এজহার।

যদি মিম ছাকেনের পরে মিম থাকে, তবে প্রথম মিমকে দ্বিতীয় মিমের সহিত এদগাম (সংযুক্ত) করিয়া গুন্নার সহিত পড়া জরুরী, ইহাকে এদগামে মিম-ছাকেন বলা হয়। যদি মিম ছাকেনের পরে 'বে' থাকে, তবে উক্ত মিমকে এখফা কিম্বা এজহার করিতে হইবে, ইহাতে দুই মতে এখফা করা উত্তম এবং ক্বারিগণ এই মতের উপর আমল করিয়া আসিতেছেন। এস্থলে এখফা করার মর্ম্ম এই যে, মিম নিজ মখরেজ হইতে বাহির হইয়া নাসিকামূলের দিকে ধাবিত হয়। ইহাকে এখফায়-মিম ছাকেন বলা হয়।

এদগামের উদাহরণ ঃ— مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ ۔ كَمْ مِّنْ *

এখফার উদাহরণ ঃ—

اَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۔ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ *

মিম ছাকেনের পরে 'বে' কিম্বা মিম ব্যতীত অন্য ২৭ অক্ষর আসিলে মিমকে এজহার করিতে হইবে, অর্থাৎ স্পষ্টভাবে পড়িতে হইবে, বিশেষতঃ যখন উহার পরে ওয়াও কিম্বা ফে আসিবে, তখন এজহার করিতে সমধিক চেষ্টা করিবে।

বে এবং 'ফে' এর উদাহরণ ঃ—

يَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ ۔ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ *

অন্যান্য অক্ষরের উদাহরণ ঃ— اَنْعَمْتَ ۔ يَمْنُوْنَ

'রে' পোর ও বারিক পড়ার বিবরণ

পোর করার অর্থ মোটা করিয়া পড়া, আর বারিক করার অর্থ নরমভাবে পড়া। জিহ্বাকে উচ্চ করিলে পোর হইয়া যায় এবং নীচে করিলে বারিক হইয়া যায়।

'রে' অক্ষরে পেশ কিম্বা জবর থাকিলে উহা পোর পড়িতে হইবে, আর উহাতে জের থাকিলে বারিক পড়িতে হইবে, যথাঃ—

رِزْقُوْ - رَزَقْنَا هُمْ رِزْقًا

আর যদি 'রে' ছাকেন হয়, তবে উহার পূর্ব্বের অক্ষর দেখিতে হইবে, যদি উহাতে পেশ কিম্বা জবর থাকে, তবে এই ছাকেন 'রে' পোর পড়িতে হইবে। আর যদি উহাতে জের থাকে, তবে 'রে' বারিক পড়িতে হইবে। যথাঃ—

قَرْيَةٌ قُرْبَانًا - فِرْعَوْنَ - مِرْيَةٌ *

কিন্তু যদি 'রে' ছাকেনের পূর্বে আরেজি (গর আছলি) জের থাকে কিম্বা 'রে'ছাকেনের পরে একই শব্দ কোন হরফে এছতে'লা আসে, তবে উক্ত ছাকেন 'রে' পোর পড়িতে হইবে।

আরেজি জেরের উদাহরণঃ—

اَمِ ارْتَابُوْا - رَبِّ ارْجِعُوْنِ - اِنِ ارْتَبْتُمْ *

হরফে এছতে'লার উদাহরণঃ— قِرْطَاسٍ - مِرْصَادٍ - فِرْقَةٍ

কেবল فِرْقٍ শব্দে মতভেদ হইয়াছে, কেহ কেহ বলেন, রে

ছাকেনের পরে হরফে এছতে'লা অর্থাৎ বড় কাফ আসিয়াছে, এই হেতু উহাকে পোর পড়িতে হইবে। অন্য একদল বলেন, উহার পূর্ব্বে এবং পশ্চাতে দুইটি জের আছে, এইহেতু বারিক পড়িতে হইবে। কোন কোন ক্কারী দাবী করিয়া বলিয়াছেন যে, এই 'রে' অক্ষরের বারিক পড়ার প্রতি ক্কারীগণের এজমা (একমত) হইয়াছে। তয়ছির কেতাবে এই 'রে' পোর পড়ার নিশ্চিত আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

দানী নামক প্রসিদ্ধক্কারী বলিয়াছেন, উক্ত দুই প্রকার নিয়ম উৎকৃষ্ট। অন্যান্য কেরাতের কেতাবে বুঝা যায় যে, বর্ত্তমান ক্কারিরা উক্ত 'রে' অক্ষরকে পোর পড়িয়া থাকেন।

খে, ছাদ, দোয়াদ, গাএন, তোয়া, বড় কাফ এবং জোয়া এই সাতটি অক্ষর হরুফে-এছতে'লা ইহা ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

যে জেরটি পূর্ব্বে ছিল না, কিন্তু ব্যাকরণের কোন সূত্রানুসারে পরে উহা দেওয়া হইয়াছে, উহাকে আ'রেজি عارضی জের বলা হইয়াছে।

যদি 'রে' ছাকেনের পূর্ব্বে অক্ষরে জের হয়, আর পর অক্ষর হরফে-এছতে'লা হয়, কিন্তু উক্ত হরফে-এছতে'লা অন্য শব্দে থাকে তবে 'রে' বারিক পড়িতে হইবে, যথাঃ—

اَنْذِرْ قَوْمَكَ - فَاصْبِرْ صَبْرًا

যদি 'রে' অক্ষরে জের জবর কিম্বা পেশ থাকে, কিন্তু উহার পূর্ব্ব অক্ষর ইয়া ছাকেন থাকে, আর ইহা ছাকেনের পূর্ব্ব অক্ষরে জবর, জের কিম্বা পেশ থাকে, তবে এই শব্দকে অক্‌ফ করিতে গেলে 'রে' বারিক পড়িতে হইবে যথাঃ—

خَيْرٌ - سَيْرٌ - قَدِيْرٌ

যদি জের, জবর কিম্বা পেশ যুক্ত 'রে' অক্ষরের পূর্ব্ব অক্ষর ইয়া ছাকেন ব্যতীত অন্য কোন ছাকেন অক্ষর হয়, এক্ষেত্রে দেখিতে হইবে যে,

এই ছাকেন অক্ষরের পূর্ব্ব অক্ষরে কোন্ হরকত আছে, যদি জবর কিম্বা পেশ থাকে, তবে অক্‌ফ করা কালে এই 'রে' পোর পড়িতে হইবে,

যথাঃ— تَرْجِعُ الْاُمُوْرُ – شَهْرٌ – اَمْرٌ

আর যদি জের থাকে, তবে উক্ত 'রে' বারিক পড়িতে হইবে,

যথা— ذِكْرٍ حِجْرٍ

اُدْخُلُوْا مِصْرَ – عَيْنَ الْقِطْرِ এই দুই স্থলে 'রে' ছাকেনের পূর্ব্বে হরফে এছতে'লা আসিয়াছে এইহেতু অক্‌ফ করা কালে উহা পোর পড়িতে হইবে, কিম্বা বারিক পড়িতে হইবে, ইহাতে ক্বারীগণ মতভেদ করিয়াছেন, কাজেই উভয় প্রকার পড়া জায়েজ হইবে, কিন্তু প্রথম স্থলে 'রে' অক্ষরে জবর আছে এই কারণে পোর পড়া এবং দ্বিতীয় স্থলে 'রে' অক্ষরে জের আছে, এই কারণে বারিক পড়া উত্তম।

এই দুই স্থল ব্যতীত অন্যান্য স্থলে প্রথম নিয়ম বলবৎ থাকিবে।

اِذَا يَسْرِ এর 'রে' অক্ষরে উপরোক্ত কায়েদা অনুসারে পোর পড়া উচিৎ, কিন্তু ক্বারীগণ এই স্থলে খাস করিয়া বারিক পড়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কোরআন শরিফে بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا এই আয়তে এমালা আছে, এ স্থলে বিছমিল্লাহে মাজরেহা পড়িতে হয়। বঙ্গভাষায় এমালা প্রকাশ করা কঠিন, ফার্সি ভাষায় ইয়ার-মজহুল দ্বারা উহা প্রকাশ করা সম্ভব হয়। মনে ভাবুন, যদি বঙ্গভাষায় দুইটি একার ব্যবহার করার নিয়ম থাকিত, তবে এমালার আওয়াজ প্রকাশ করা সম্ভব হইত। উপরোক্ত

আয়তের মাজরেহা' শব্দের এমালা-যুক্ত 'রে' বারিক পড়িতে হইবে।

যদি জবর, জের, কিম্বা পেশযুক্ত 'রে' অক্ষরকে অকফ করিয়া ছাকেন পড়া হয়, আর উক্ত অক্ষরের পূর্ব্ববর্ত্তী আলেফকে এমালা করিয়া পড়া হয়, তবে এই, 'রে' বারিক পড়িতে হইবে, যথা— دَارٌ - قَرَارٌ

যে জের কিম্বা পেশযুক্ত 'রে' অক্ষরকে অকৃফ করা উদ্দেশ্যে ছাকেন করা হয়, যদি উহাকে 'রওম' করা হয়, তবে উহার পূর্ব্ববর্ত্তী অক্ষরের দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে না, বরং উক্ত 'রে' অক্ষরে জের থাকিলে, উহাকে বারিক পড়িতে হইবে, যথা—وَالْفَجْرِ আর উহাতে পেশ থাকিলে, উহাকে পোর পড়িতে হইবে; যথা— دَارٌ - قَرَارٌ

যদি অকৃফ করার সময় কোন অক্ষরকে সম্পূর্ণরূপে ছাকেন না করা হয়, বরং উহার জের কিম্বা পেশকে অতি সামান্য ভাবে আদায় করা হয়, তবে উহাকে রওম বলা হয়। এই রওম জবরে হয় না, কেবল জের ও পেশে হইয়া থাকে।

তাশদীদ যুক্ত 'রে' হইলে, যদি উহাতে জবর ও পেশ থাকে, তবে উহা পোর পড়িতে হইবে, যথা—

يُسِرُّوْنَ - مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ *

আর যদি উহাতে জের থাকে, তবে বারিক পড়িতে হইবে, যথা—

مِنْ شَرِّ

লামের পোর ও বারিক পড়ার বিবরণ

সমস্ত লামকে বারিক পড়িতে হইবে, কেবল আল্লাহ শব্দের প্রথমে জবর কিম্বা পেশ থাকিলে, উহার লামকে পোর পড়িতে হইবে, যথা;—

اَللّٰهُ - مِنَ اللّٰهِ - يَعْلَمُهُ اللّٰهُ

আর যদি উহার প্রথমে জের থাকে, তবে উক্ত লামকে বারিক পড়িতে হইবে, যথা—

قُلِ اللّٰهُ - بِسْمِ اللّٰهِ

যদি অন্য একটি লাম আল্লাহ শব্দের সহিত সংযুক্ত হয় তবে প্রথম লামকে বারিক এবং আল্লাহ শব্দের লামকে পোর পড়িতে হইবে, যথা—

عَلَى اللّٰهِ - اَحَلَّ اللّٰهُ

আল্লাহ এবং আল্লাহুম্মার একই প্রকার ব্যবস্থা হইবে।

এদগামে মেছলাএন

একই অক্ষর দুইটি একস্থানে পাশাপাশি আসিলে, যদি প্রথমটি ছাকেন এবং দ্বিতীয়টি হরকত বিশিষ্ট হয়, তবে ছাকেন অক্ষরটি হরকত বিশিষ্ট অক্ষরের সহিত সংযুক্ত করা হয়, ইহাকে এদগামে-মেছলাএন বলা হয়, যথা—

فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ - اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ -

يَنْ مَا يُوَجِّهْهُّمْ *

কিন্তু যেস্থলে প্রথম অক্ষরটি মদ্দ হয়, তথায় মদ্দ ছেফাতটি নষ্ট হয়, এইহেতু এদগাম করা সিদ্ধ হইবে না, যথা—

آمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ - فِىْ يَوْمٍ

এদগামের মোতাজানেছাএন

যে দুই অক্ষরের মাখরেজ এক, কিন্তু ছেফাত পৃথক পৃথক এইরূপ একটি অক্ষরকে দ্বিতীয় অক্ষরের সহিত সংযুক্ত করাকে এদগামে মোতাজানেছাএন বলা হয়, এইরূপ এদগাম করিতে গেলে, প্রথম অক্ষরটিকে দ্বিতীয় অক্ষরের সহিত পরিবর্ত্তন করিয়া এদগাম করিতে হয়, যথা—

لَئِنْ بَسَطْتَّ - قَالَتْ طَّائِفَةٌ - قَدْ تَّبَيَّنَ - اُجِيْبَتْ

دَّعْوَتُكُمَا - اِذْ ظَّلَمْتُمْ - اَحَطْتُّ *

এস্থলে بَسَطْتَّ و اَحَطْتُّ এর তোয়া অক্ষরের কেবল এৎবাক ছেফাত প্রকাশ হইবে, বিনা কলকলায় উহার আওয়াজ শুনা যাইবে এবং নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে, উহা সম্পূর্ণরূপে আদায় করা যাইবে না কিন্তু তে'টি ভালরূপে উচ্চারিত হইবে।

এদগামে-মোতাকারেবএন

যে দুই অক্ষরের মাখরেজ এবং ছেফাত নিকট নিকট, এইরূপ একটিকে অন্যটির সংযুক্ত করাকে এদগামে মোতাকারেবাএন বলা হয়,

যথা—

قُلْ رَبِّى - مَنْ لَا

এস্থলে লাম এবং 'রে' এইরূপ নুন এবং লাম নিকট নিকট মাখরেজের ও নিকট নিকট ছেফাতের, এইহেতু একটিকে অন্যটির সহিত এদগাম করা হইয়াছে।

ছুরা কেয়ামতের مَنْ رَاقٍ স্থলে কোন কোন ক্বারীর মতে নুনকে 'রে' এর সহিত সংযুক্ত করা হইয়া থাকে।

ছুরা আ'রাফের يَلْهَثْ ذّٰلِكَ স্থলে ছে'কে জালের সহিত এদগাম করা হইয়াছে।

ছুরা হুদের يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا স্থলে 'বে'কে মিমের সহিত এদগাম করা হইয়াছে।

দুর দুর মাখরেজের একটি অক্ষরকে অন্যের সহিত, এইরূপ একটি হালকি হরফকে অন্যটির সহিত এদগাম করা জায়েজ হইবে না।

মদ্দের বিবরণ

ওয়াও ছাকেন যখন উহার পূর্ব্ব অক্ষরে পেশ হয়, ইয়া ছাকেন— যখন উহার পূর্ব্ব অক্ষরে জের হয় এবং আলেফ যখন উহার পূর্ব অক্ষরে জবর হয়, এই তিনটি অক্ষরকে হরফে মাদ্দ বলা হয়।

এই মদ্দ কয়েক প্রকার হইয়া থাকে;—

প্রথম মদ্দে-ওয়াজেব, উল্লিখিত কোন হরফে মদ্দের পরে একই শব্দে হামজা থাকিলে, উহাকে মদ্দে-ওয়াজেব এবং মোত্তাছেল বলা হয়; যথা—

اُولٰٓئِكَ - مِنَ السَّمَآءِ شَآءَ - جَآءَ - بِالسُّوْٓءِ جِيْٓءَ

سِيْٓئَتْ *

এই মদ্দ কয় আলেফ পরিমাণ টানিয়া পড়িতে হইবে, ইহাতে ক্বারিগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে, কেহ উহা চারি আলেফ পরিমাণ টানিতে বলিয়াছেন, কেহ তিন আলেফ পরিমাণ টানিবার কথা বলিয়াছেন।

চারিটী অঙ্গুলী বন্ধ করিতে যতটুকু সময় লাগে, ততটুকু সময়কে চারি আলেফ পরিমাণ বুঝিতে হইবে, কিন্তু আস্তে আস্তে না হয়, তাড়াতাড়ি না হয়, বরং মধ্যম ধরণে উহা বন্ধ করিতে হইবে।

এই মদ্দকে টানিয়া পড়া জরুরী।

দ্বিতীয় মদ্দে মোনফাছেল হরফে মদ্দের পরে অন্য শব্দে হামজা থাকিলে, উহাকে মদ্দে-মোনফাছেল বলা হয়; যথা—

مَآ اُنْزِلَ - اَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ - فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ *

এই মদ্দকে তিন কিম্বা চারি আলেফ পরিমাণ টানিয়া পড়িতে হইবে, কিন্তু যদি এক আলেফ পরিমাণ টানিয়া পড়ে, তবে তাহাও জায়েজ হইবে।

তৃতীয় মদ্দে আরেজি, হরফে-মদ্দের পরে অক্‌ফের সময় আরেজি ছকুন থাকিলে, উহাকে মদ্দে-আরেজি বলা হয়; যথা—

تَعْلَمُوْنَ نَسْتَعِيْنُ যদি অকফ করা না হইত, তবে নুন ছাকেন হইত না, অক্‌ফের জন্য উহা ছাকেন হইয়াছে, এই হেতু উহাকে আরেজি-ছাকেন বলাহইয়াছে।

এই মদ্দে-আরেজিকে তিন আলেফ পরিমাণ টানা জায়েজ হইবে, দুই আলেফ এবং এক আলেফ পরিমাণ টানাও জায়েজ হইতে পারে।

চতুর্থ মদ্দে লিন, ওয়াও কিম্বা ইয়া ছাকেন হয়, আর উহার পূর্ব্ব অক্ষরে জবর থাকে, এই ওয়াও কিম্বা ইয়ার পরে আরেজি ছকুন হইলে, উহাকে মদ্দে-লিন বলা হয়; যথা—

صَيْفٍ . بَيْتٍ . خَوْفٍ

এই মদ্দকে দুই আলেফ পরিমাণ টানা জায়েজ হইবে এবং এক আলেফ পরিমাণ টানাও জায়েজ হইবে।

পঞ্চম মদ্দে-লাজেমি, ইহা চারি প্রকার প্রথম মদ্দে-কালেমি মোছাক্কাল, যদি হরফে-মদ্দের পরে তাশদিদ যুক্ত কোন অক্ষর থাকে, তবে উহাকে কালেমি মোছাক্কাল বলা হয়; যথা—

وَلَا الضَّآلِّيْنَ . حَآجَّهٗ قَوْمُهٗ . اَتُحَآجُّوْنِّىْ . مَا مِنْ دَآبَّةٍ
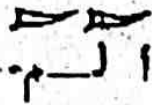
এই মদ্দ তিন আলেফ পরিমাণ টানিতে হইবে। এই মদ্দের অন্য নাম লাজেম-এমাদগাম ও মদ্দে জরুরি।
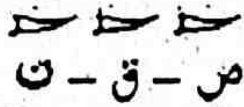
দ্বিতীয় কালেমী মোখাফ্ফাফ, যদি হরফে-মদ্দের পরে আছলি ছকুন থাকে, তবে উহাকে কালেমী-মোখাফ্ফাফ বলা হয়; যথা—

آلْئٰنَ . آللّٰهُ

তৃতীয় মদ্দে হরফি মোছাক্কাল, কোর-আন শরিফের হরুফে মোকাত্তায়াতের মধ্যে দুই হরফিগুলিতে মদ্দ হয় না, তিন হরফিগুলির আলেফ ব্যতীত অন্যান্যগুলি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে, প্রথম যেটির শেষ অক্ষরে মদ্দ হইয়া থাকে, উহাকে মদ্দে হরফিয়ে মোছাক্কাকাল বলা

হয়, যথা— الٓمٓ
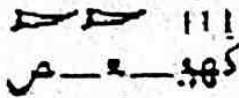
চতুর্থ মদ্দে-হরফিয়ে-মোখাফ্‌ফাফ, যে তিন হরফির শেষ অক্ষরে তাশদীদ না হয় উহাকে মদ্দে-হরফিয়ে-মোখাফ্‌ফাফ বলা হয়; যথা صٓ – قٓ – نٓ এই মদ্দকে তিন আলেফ পরিমাণে টানিতে হইবে। এই দুই প্রকারকে মদ্দে-লাজেম মোজহার বলা হয়।
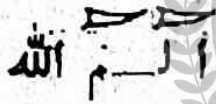
তিন হরফির মধ্যে যেটিতে হরফে মদ্দ না থাকে, যথা— كٓهٰيٰعٓصٓ এর আএন অক্ষর এস্থলে মদ্দ করিতে হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, কিন্তু মদ্দ হওয়া আফজাল। শরহে-জজরিতে আছে, এস্থলে হয় তিন আলেফ, না হয় দুই আলেফ পরিমাণ টানিয়া পড়িতে হইবে।
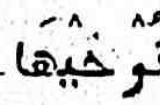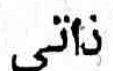
الٓمٓ اللّٰهُ ছুরা-আল-এমরানের প্রথমের 'মোকাত্তায়াতে' মিম-অক্ষরকে আল্লাহ শব্দের সহিত যোগ করিয়া পড়িতে গেলে, 'মিম' এর শেষ অক্ষরে আল্লাহ শব্দের প্রথম জবরটি দিতে হয়, এক্ষেত্রে 'মিম' অক্ষরে মদ্দ করা জায়েজ আছে এবং এক আলেফ পরিমাণ টানা জায়েজ আছে।

উপরোক্ত সমস্ত প্রকার মদ্দকে ফরয়ী বলা হয়, এই মদ্দগুলি মূল অক্ষর ছাড়া অতিরিক্ত বিষয়, এই হেতু এই মদ্দগুলিকে মদ্দে-ফরয়ী বলা হয়। ওয়াও, আলেফ, ইয়া এই তিনটি হরফে-মদ্দে এক আলেফ পরিমাণ টানিয়া পড়িতে হয়, যথা— نُوْحِيْهَا, এই মদ্দকে মদ্দে-তাবয়ি, طبعى আছলি اصلى ও জাতি ذاتى বলা হয়।

এমাম জালালুদ্দিন ছইউতি 'এৎকান কেতাবে লিখিয়াছেন, যেস্থলে

খোদার মহিমা ও গৌরব প্রকাশ করা হয়; যথা لله الواحد القهار

কিম্বা যেস্থলে একটি বিষয়ের গুরুত্ব প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় হয়; যথা—

ان الا برار لفى نعيم- এইরূপ স্থলে হরফে-মদ্দে মদ্দ করিতে হয়, প্রথম স্থলে তিনটি আলেফের উপর এবং দ্বিতীয় উদাহরণে একটি আলেফ ও দুইটি 'ইয়া'র উপর মদ্দ প্রকাশ করিতে হয়। কোর-আনের অর্থ তত্ত্ববিদ্ ব্যক্তি ব্যতীত এই মদ্দ নির্ণয় করিতে পারে না।

মদ্দে তমকিন, একস্থানে দুইটি ইয়া আসিলে এবং প্রথমটিতে তাশদীদযুক্ত জের ও দ্বিতীয়টিতে ছকুন হইলে উহাকে মদ্দে তমকিন বলা হয়, যথা و اذا حييتم بتحية, এর প্রথম ইয়া অক্ষরকে মদ্দ প্রকাশ করিতে হয়, ইহাকে মদ্দে তমকিন বলা হয়।

মদ্দে-বদল হরফে মদ্দের পূর্ব্বে হামজা হইলে, উহাকে মদ্দে-বদ্দল বলা হয়; যথা امن للايمان ক্বারী অরশ বলেন, এস্থলে দুই আলেফ পরিমাণ টানিয়া পড়া জায়েজ এবং এক আলেফ পরিমাণ টানিয়া পড়াও জায়েজ হইবে। অন্যান্য ক্বারীগণের মতে এস্থলে মদ্দ করিতে হইবে না।

অক্‌ফের বিবরণ

অক্‌ফের অর্থ নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়া পরিমাণ থামিয়া যাওয়া হজরত নবি (ছাঃ) প্রত্যেক আয়তে অক্‌ফ করিতেন। এই অক্‌ফ পাঁচ প্রকার হইতে পারে;—প্রথম অক্‌ফে-তাম্ম, যে স্থলে একটি কথা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়া গিয়াছে, শব্দ এবং মর্ম্মের হিসাবে এই কথাটির ত পরবর্ত্তী কথার সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ না থাকে তবে এই স্থলে অক্‌ফ করাকে অকফে তাম্ম

বলা হয়, যথা— ছুরা বাকারের هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ এর শেষ অক্ষরে অকফ করা। এই শব্দ পর্য্যন্ত ইমানদারগণের অবস্থা উল্লিখিত হইয়াছে, ইহার পরের আয়তে কাফেরদিগের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, কাজেই هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ এই কথার সহিত পরবর্ত্তী কথাগুলির সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই।

এই অকফ-তাম্মের স্থলে অকফ না করিয়া পরবর্ত্তী শব্দের সহিত যোগ করিলে, যদি অর্থের পরিবর্ত্তন না হয়, তবে তথায় অকফ করা উত্তম হইবে এবং ইহাকে অকফ মোছ্‌তাহছান ও গায়ের লাজেম বলা হয়; যথা—نَسْتَعِيْنُ আর অকফ না করিয়া যোগ করিলে, যদি অর্থের পরিবর্ত্তন হয়, তবে তথায় অকফ করা লাজেম, যথা—ছুরা বারাতের নিম্নোক্ত আয়ত—

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ *

এই আয়তের শেষ শব্দে অকফ করা লাজেম, যদি উক্ত শব্দে অকফ না করিয়া পরবর্ত্তী اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا এর সহিত যোগ করা হয়, তবে অর্থ পরিবর্ত্তনের ধারণা জন্মিয়া থাকে।

দ্বিতীয় অকফে কাফি, যে শব্দে অকফ করিতে হইবে, উহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী শব্দগুলির মধ্যে শব্দের হিসাবে কোন সম্পর্ক নাই, কিন্তু মর্ম্মের হিসাবে সম্পর্ক আছে, যথা ছুরা বাকারের প্রথমে যে يُكَذِّبُوْنَ শব্দ আছে, উহার শেষ অক্ষরে অকফ করা, যদিও শব্দের হিসাবে ইহার পরবর্ত্তী শব্দগুলির সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই, অথচ

মর্ম্মের হিসাবে সম্বন্ধ আছে, কেননা উভয়টি মোনাফেকদিগের অবস্থা।

৩য় অকফে হাছান, যে শব্দে অকফ করা হইয়াছে, যদি উহার পূর্ববর্ত্তী বেং পরবর্ত্তী শব্দগুলির মধ্যে শব্দের এবং মর্ম্মের হিসাবে সম্বন্ধ থাকে, যথা প্রথমটি মোজাফ, মওছুফ, মওছুল, মোবতাদা, ফে'ল, মোছ্তাছনা মেনহো বা শর্ত্ত হয়, আর দ্বিতীয় মোজাফ এলায়হে, ছেফাত, ছেলা, খবর, ফায়ে'ল মোছ্তাছনা কিম্বা যাজা হয়, এক্ষেত্রে যদি উহা আয়তের শেষ হয়, তবে এইরূপ স্থলে অকফ করা জায়েজ উহা আয়তের শেষ হয়, তবে এইরূপ স্থলে অকফ করা জায়েজ হইবে, যেরূপ—

فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ এর শেষ অক্ষরকে مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ এর সহিত যোগ না করিয়া অকফ করা। ইহাকে অকফে হাছান বলা হয়।

৪র্থ অকফ কবিহ্—যদি উপরোক্ত ক্ষেত্রে অকফ বিশিষ্ট শব্দটি আয়তের শেষ না হয়, তবে তথায় অকফ করা মন্দ; যথা— مَالِكِ মালেকে কিম্বা اَلْحَمْدُ আলহামদো শব্দ অকফ করা, ইহাকে অকফে কবিহ বলা হয়। যদি এইরূপ স্থলে নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যায় তবে এই স্থলে অকফ করা জায়েজ হইবে, কিন্তু পুনরায় উক্ত শব্দ কিম্বা তদুপরিস্থ শব্দ হইতে আরম্ভ করিতে হইবে, কিন্তু যে ব্যক্তি কোরআন শরিফের মর্ম্ম বুঝিতে পরে—তদ্ব্যতীত কেহ কোন শব্দ হইতে আরম্ভ করিতে হইবে, তাহা জানিতে পারিবে না। যদি কোন স্থানে এইরূপ সন্দেহ হয়, তবে কোন আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে। এইরূপ জরুরতের জন্য যদি কোন স্থানে অকফ্ করিতে হয়, তবে কোন শব্দের মধ্যস্থলে অকফ্ করিবে না, বরং উহার শেষ অক্ষরে অকফ্ করিবে। আরও অকফ্ করিতে হইলে, হরকতের উপর অকফ্ করিবে না, বরং শেষ অক্ষরের ছাকেন করিয়া অকফ্ করিবে। মনে ভাবুন, ছুরা বাকারের প্রথমের

بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ এর কাফ অক্ষরে নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়, তবে জবরের উপর অকফ করিবে না, বরং উহা ছাকেন করিয়া অকফ করিবে।

আরও কোন স্থানে অকফ্ করিতে হইলে যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া লওয়া হয়, তৎপরে আরম্ভ করা হয়। অনেক লোক কোন আয়ত শেষ হইলে ছকেন করিয়া অকফ্ করিয়া থাকে, কিন্তু নিঃশ্বাস বন্ধ করে না, ইহা নিয়মের খেলাফ।

আর যে অক্ষরে অকফ্ করিতে হইবে, যদি উহা গোলাকার তে (ةٌ) হয়, তবে উহা অকফ্ অবস্থায় 'হে' পড়িতে হইবে।

আর যে শব্দে অকফ্ করিতে হইবে যদি উহার শেষ অক্ষরে দুই জবরের তনবিন থাকে, তবে অকফের সময় উক্ত তনবিনকে অলেফের সহিত পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, যথা— فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً এর نِسَاءً স্থলে نِسَاءَ পড়িতে হইবে।

আর মনে রাখিতে হইবে যে শব্দে অকফ করিবে, সেই শব্দের অনুরুপে অকফ করিতে হইবে, যদিও মিলাইয়া পড়িবার সময় অন্য প্রকার পড়িতে হয়, কোরআনের تَرَى الْجِبَالَ পড়ার সময় تَرَى শব্দের আলেফ হজফ (নিক্ষেপ) করিয়া পড়িতে হয়, কিন্তু যদি تَرَى শব্দ পড়া কালে নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়া বশতঃ উক্ত শব্দে অকফ করিতে হয়, তবে আলেফ সহ অকফ করিতে হইবে।

৫ম অকফ আকবহ ও কোফরাণ, যে যে স্থলে অকফ করা মন্দ উল্লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ স্থলে যদি মর্ম্মের পরিবর্ত্তন হয়, তবে এইরূপ

স্থানে অকফ করা হারাম ও কাফেরিতে পরিণত হইতে পারে, ইহাকে অকফে-কোফরান ও হারাম বলা হয়। যদি নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়াবশতঃ এইরূপ স্থলে বাধ্য হইয়া অকফ করিতে হয়, তবে পুনরায় তথা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে।

নিম্নে কতকগুলি অকফে কোফরানের দৃষ্টান্ত লিখিত হইতেছে,

(১) ছুরা বাকারের ১২ রুকুতে عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ج وَمَا পড়িয়া অকফ করিয়া كَفَرَ سُلَيْمٰنُ হইতে শুরু করা।

(২) উক্ত ছুরার ১৩ রুকুতে وَقَالُوْا পড়িয়া অকফ করিয়া لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ হইতে শুরু করা।

(৩) উক্ত ছুরার ১৪ রুকুতে وَقَالُوْا পড়িয়া অকফ করিয়া اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا হইতে শুরু করা।

(৪) ছুরা আল এমরানের ১৯ রুকুতে لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْا পড়িয়া অকফ করিয়া اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ হইতে শুরু করা।

(৫) এই ছুরার ২০ রুকুতে رَبَّنَا مَا পড়িয়া অকফ করিয়া خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا হইতে শুরু করা।

(৬) ছুরার নেছার ২ রুকুতে يُوْصِيْكُمُ পড়িয়া অকফ করিয়া

اولاده الله في হইতে শুরু করা।

(৭) উক্ত ছুরার ২৩ রুকুতে سبحانه ان يكون পড়িয়া অকফ করিয়া له ولد হইতে শুরু করা।

(৮) ছুরা মায়েদার ৩ রুকুতে لقد كفر الذين قالوا পড়িয়া অকফ করিয়া ان الله هو المسيح ابن مريم হইতে শুরু করা।

(৯) উক্ত ছুরার ৮ রুকুতে يايها الذين امنوا لا পড়িয়া অকফ করিয়া تتخذوا اليهود হইতে শুরু করা।

(১০) উক্ত ছুরার ৯ রুকুতে و قالت اليهود পড়িয়া অকফ করিয়া يد الله مغلولة হইতে শুরু করা।

(১১) উক্ত ছুরার ১০ রুকুতে لقد كفر الذين قالوا পড়িয়া অকফ করিয়া ان الله ثالث ثلثة হইতে শুরু করা।

(১২) উক্ত রুকুতে وما من اله পড়িয়া অকফ করিয়া

তৎপর হইতে শুরু করা।

(১৩) উহার ১৬ রুকুতে ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ পড়িয়া অকফ করিয়া اتَّخِذُوْنِيْ وَاُمِّيَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ হইতে শুরু করা।

(১৪) ছুরা আনয়ামের ২ রুকুতে اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ পড়িয়া অকফ করিয়া مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰي হইতে শুরু করা।

(১৫) উহার ১৩ রুকুতে بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنّٰى পড়িয়া অকফ করিয়া يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ হইতে শুরু করা।

(১৬) উহার ১৯ রুকুতে مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا পড়িয়া অকফ করিয়া تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا হইতে শুরু করা।

(১৭) ছুরা আরাফের ১১ রুকুতে قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ পড়িয়া অকফ করিয়া عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ হইতে শুরু করা।

(১৮) ছুরা তওবার ৫ রুকুতে وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ পড়িয়া অকফ

করিয়া عُزَيْرُنِ ابْنُ اللهِ হইতে শুরু করা।

(১৯) উক্ত রুকুতে وَقَالَتِ النَّصٰرٰى পড়িয়া অকফ করিয়া الْمَسِيْحُ ابْنُ اللهِ হইতে শুরু করা।

(২০) ছুরা ইউনুছের ৭ রুকুতে اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللهِ لَا পড়িয়া অকফ করিয়া خَوْفٌ عَلَيْهِمْ হইতে শুরু করা।

(২১) ছুরা হুদের ৩ রুকুতে لَا পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া اَقُوْلُ لَكُمْ হইতে শুরু করা।

(২২) উক্ত রুকুতে لَا পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া اَعْلَمُ الْغَيْبَ হইতে শুরু করা।

(২৩) উক্ত রুকুতে لَا اَقُوْلُ পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া اِنِّىْ مَلَكٌ শুরু করা।

(২৪) ছুরা রা'দের ৩ রুকুতে قُلْ هَلْ পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ হইতে আরম্ভ করা।

(২৫) উহার ৫ রুকুতে وَجَعَلُوْا পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া لِلّٰهِ شُرَكَاءَ হইতে আরম্ভ করা।

(২৬) ছুরা এবরাহিমের ২ রুকুতে قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَ পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া فِى اللّٰهِ شَكٌّ হইতে আরম্ভ করা।

(২৭) উহার ৭ রুকুতে وَلَا تَحْسَبَنَّ পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া اللّٰهَ غَافِلًا হইতে আরম্ভ করা।

(২৮) উক্ত রুকুতে فَلَا تَحْسَبَنَّ পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ হইতে আরম্ভ করা।

(২৯) ছুরা হেজরের ১ রুকুতে اُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ হইতে আরম্ভ করা।

(৩০) ছুরা নহলের ৭ রুকুতে وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْا পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ হইতে আরম্ভ করা।

(৩১) উহার ১৪ রুকুতে وَاَنَّ اللّٰهَ لَا পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ হইতে আরম্ভ করা।

(৩২) ছুরা বনি-ইছরাইলের ৪ রুকুতে وَرَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰۤئِكَةِ اِنَاثًا হইতে আরম্ভ করা।

(৩৩) ছুরা কাহাফের ১ রুকুতে وَيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا হইতে শুরু করা।

(৩৪) ছুরা মরইয়ামের ৬ রুকুতে وَقَالُوا পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا হইতে শুরু করা।

(৩৫) ছুরা ফোরকানের ৫ রুকুতে قَالُوْا পড়িয়া অকফ করিয়া وَمَا الرَّحْمٰنُ হইতে শুরু করা।

(৩৬) ছুরা শোয়ারার ২ রুকুতে قَالَ فِرْعَوْنُ পড়িয়া অকফ করিয়া وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ হইতে শুরু করা।

(৩৭) ছুরা ইয়াছিনের ৪ রুকুতে هٰذَا পড়িয়া অকফ করিয়া مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ হইতে শুরু করা।

(৩৮) ছুরা ছাফ্যাতের ৫ রুকুতে لَيَقُوْلُوْنَ পড়িয়া অকফ করিয়া

وَلَدَ اللّٰهُ হইতে শুরু করা।

(৩৯) ছুরা ছাদের ১ রুকুতে وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ পড়িয়া অকফ করিয়া هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ হইতে আরম্ভ করা।

(৪০) ছুরা হামিম-ছেজদার ৩ রুকুতে ظَنَنْتُمْ শব্দে অকফ করিয়া اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا হইতে আরম্ভ করা।

(৪১) ছুরা জোখরাফের ৭ রুকুতে قُلْ اِنْ كَانَ পড়িয়া অকফ করিয়া لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ হইতে আরম্ভ করা।

(৪২) ছুরা ফৎহের ৪ রুকুতে اَشِدَّاءُ শব্দে অকফ করিয়া عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ হইতে আরম্ভ করা।

(৪৩) ছুরা হাশরের ২ রুকুতে لِلْاِنْسَانِ শব্দে অকফ করিয়া اُكْفُرْ হইতে আরম্ভ করা।

(৪৪) ছুরা কালামের ২ রুকুতে وَيَقُوْلُوْنَ শব্দে অকফ করিয়া اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ হইতে আরম্ভ করা।

(৪৫) ছুরা আন্নাজেয়াতের ১ রুকুতে فَقَالَ শব্দে অকফ করিয়া اَنَا رَبُّكُمُ الاَعْلٰي হইতে আরম্ভ করা।

(৪৬) ছুরা দোহার اِذَا سَجٰى مَا পড়িয়া অকফ করিয়া وَدَّعَكَ رَبُّكَ হইতে এবং رَبُّكَ وَ مَا পড়িয়া অকফ করিয়া قَلٰى হইতে আরম্ভ করা।

(৪৭) ছুরা কাফেরুণের لَا শব্দে অকফ করিয়া اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ হইতে এবং وَ لَا শব্দে অকফ করিয়া اَنَا عَابِدٌ হইতে আরম্ভ করা।

(৪৮) ছুরা এখলাছে وَلَمْ يَكُنْ শব্দে অকফ করিয়া لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ হইতে আরম্ভ করা ইত্যাদি।

এছকান রওম ও এশমাম

অকফ করার তিন প্রকার নিয়ম আছে, প্রথম এই যে, হরকত বিশিষ্ট অক্ষরকে ছাকেন করিয়া দেওয়া, ইহাকে এছকান বলা হয়। দ্বিতীয় হরকতের সামান্য পরিমাণ (এক তৃতীয়াংশ) প্রকাশ করা, ইহাকে রওম বলা হয়। ইহা কেবল জের এবং পেশ হইয়া থাকে। জবরে হয় না যথা 'বিছমিল্লাহ' এর শেষ অক্ষরের জেরকে এবং 'নাছতাইন' এর পেশকে

সামান্য পরিমাণ পড়া। 'রব্বেলআলমিন' এর শেষ জবরে রওম হইবে না।

তৃতীয় পেশ পড়ার স্থলে পেশ না পড়িয়া কেবল পেশ পড়ার সময় ঠোঁটের যেরূপ অবস্থা হয়, সেইরূপ ঠোঁটের অবস্থা করাকে 'এশমাম' বলা হয়; নিকটস্থ শ্রোতা ইহা শ্রবণ করিতে পারে না, কিন্তু দর্শক ঠোঁট দেখিয়া বুঝিতে পারে যে, কারি ঠোঁটের দ্বারায় পেশের ইশারা করিয়া 'এশমাম' আদায় করিয়াছেন। এশমাম পেশ ব্যতীত জের এবং জবরে হয় না।

যে শব্দের শেষাংশে তনবিন হয়, তথায় রওম করা জায়েজ হইবে, কিন্তু হরকত প্রকাশ করার সময় তনবিনের কোন অংশ প্রকাশ করা হইবে না।

যে শব্দের শেষাংশে গোলাকার তে থাকে তথায় রওম ও এশমাম হইবে না।

আরেজি হরকতের উপর রওম ও এশমাম হয় না, যথা— لِقَدِ اسْتُهْزِئَ এর لقد এর জেরে রওম হইবে না, কেননা এই জের পূর্ব্বে ছিল না, অন্য শব্দ যোগ করায় উহা আসিয়াছে।

তশদীদ-যুক্ত হরকতে-রওম ও এশমাম করিলে, তশদীদ বাকী রাখিতে হইবে।

অক্‌ফের চিহ্নগুলির বিবরণ

ہ ইহা অক্‌ফে-তাম্মের চিহ্ন।

م ইহা অকফে-লাজেমের চিহ্ন। এইস্থলে অকফ করা জরুরী।

ط ইহা অকফে-মোতলাকের চিহ্ন, ইহা অকফে কাফির এক প্রকার। এই স্থলে অকফ করা উত্তম।

ج ইহা অকফে-জায়েজের চিহ্ন। এই চিহ্ন স্থলে অকফ করা ও না করা উভয় সমান।

ز ইহা অকফে মোজাওয়াজের চিহ্ন। এই স্থলে অকফ করা ও না করা উভয় জায়েজ, কিন্তু অকফ না করা সমধিক উত্তম।

صؔ ইহা অকফে-মোরাখ্খাছের চিহ্ন। এস্থলে মিলাইয়া পড়িতে হয়, কিন্তু যদি নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে, তবে অকফ করার অনুমতি আছে, এস্থলে অকফ করিলে, পুনরায় উক্ত শব্দ পড়িতে হইবে না।

قؔ এস্থলে কোন কারির নিকট অকফ করা জায়েজ এবং কোন কারির নিকট অকফ করিতে হয় না, কিন্তু অকফ না করা উত্তম। ইহাকে কীলা-আলায়হেল-অকফ বলা হয়।

قف এস্থলে কারির ধারণা হয় যে, মিলাইয়া পড়িতে হইবে এই হেতু তাহাকে অকফ করিতে সাবধান করা হইতেছে, যদি অকফ না করে, তবে দোষ হইবে না। ইহাকে অকফে-আমর বলা হয়।

صلی-صل এই দুই স্থলে মিলাইয়া পড়া উত্তম। প্রথমটিকে অছলে আমর এবং দ্বিতীয়টিকে অছলে আওলা বলা হয়।

وقفة এস্থলে সামান্য থামিবে যেন নিঃশ্বাস বন্ধ না হয়, ইহা অকফের নিকট নিকট। ইহাকে অকফা বলা হয়।

سکتة ইহা উপরোক্ত চিহ্নের ন্যায়। ইহাকে ছাকতা বলা হয়।

س ইহা উপরোক্ত চিহ্নের ন্যায়। ইহাকে ছাকতা বলা হয়। ছাকতা ও অকফার মধ্যে প্রভেদ এই যে, ছাকতা মিলাইয়া পড়ার নিকট নিকট এবং অকফ করার নিকট।

ك ইহার অর্থ এই, ইহার পূর্ব্বের আয়তের যেরূপ চিহ্ন, এস্থলে সেইরূপ চিহ্ন হইবে। ইহাকে অকফে কাজালেক বলা হয়।

مراقبة - معانقة - مع ∴ যেস্থলে পর পর দুই শব্দে

অকফের চিহ্ন থাকে, যথা— لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ তথায় উহা ব্যবহৃত হয়, উহাকে মোয়া'নাকা বলা হয়, এস্থলে একস্থলে অকফ করিতে হইবে, যদি প্রথম স্থলে অকফ করে, তবে দ্বিতীয় স্থলে অকফ করিতে পারিবে না। আর যদি দ্বিতীয় স্থলে অকফ করে, তবে প্রথম স্থলে অকফ করিতে পারিবে না। প্রাচীন বিদ্বানগণের মতে কোরআন শরিফে ১৬ স্থানে এবং পরবর্ত্তী জামানার বিদ্বানগণের মতে ১৮ স্থানে মোয়া'নাকা আছে।

ۘ এইরূপ উপর ও নীচে দুইটি চিহ্ন থাকিলে, তথায় উপরের চিহ্ন ধর্ত্তব্য হইবে।

لا এই স্থানে অকফ করিতে নাই, কিন্তু যদি নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়া বশতঃ অকফ করিতে হয়, তবে সেই শব্দটি দোহরাইয়া পড়িতে হইবে। ইহাকে আয়ত-লা বলা হয়।

ۜ গোলাকার চিহ্নের উপর লা থাকিলে, তথায় অকফ না করা কারিগণের মতে ভাল, যদি অকফ করে, তবে কোন দোষ হইবে না।

قف এই চিহ্নকে কিলালাওয়াক্ফা আলায়হে বলা হয়, এইস্থলে অকফ না করা অপেক্ষা অক্ফ করা উত্তম।

قلى ইহাকে অক্ফ আওলা বলা হয়, এইস্থলে অক্ফ করা উত্তম, মোয়ানাকার দুই ওয়াকফের মধ্যে এক ওয়াকফ স্থলে উক্ত চিহ্ন লিখিত হইয়া থাকে।

(سم) ইহার অর্থ এই যে, এমাম ছাজাওয়ান্দী বলিয়াছেন, আমি আমার শিক্ষকের মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, এই স্থানে অক্ফ করিতে হয়।

(لاسم) ইহার অর্থ এই যে, ইমাম ছাজাওয়ান্দী বলিয়াছেন যে, আমি আমার শিক্ষকের নিকট এইস্থানে অকফের কথা শ্রবণ করি নাই।

(৫) এই চিহ্ন থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, কুফাবাসী বিদ্বানগণের মতে এই পর্য্যন্ত পাঁচ আয়ত।

(ى) ইহাতে বুঝা যায়, কুফি বিদ্বানগণের মতে এই পর্য্যন্ত দশ আয়ত।

(خب) ইহার অর্থ বাসরাবাসী বিদ্বানগণের মতে এই পর্য্যন্ত পাঁচ আয়ত।

(عب) ইহার অর্থ, বাসরাবাসী বিদ্বানগণের মতে এই পর্য্যন্ত দশ আয়ত।

(تب) ইহার অর্থ, বাসরাবাসীদিগের মতে ইহা এক আয়ত।

(لب) ইহার অর্থ, বাসরাবাসীদিগের মতে এইস্থলে আয়ত নহে।

(يت) ইহার অর্থ, কুফাবাসীদিগের মতে এস্থলে এক আয়ত।

(تد) ইহার অর্থ, মদিনাবসীদিগের মতে এস্থলে এক আয়ত।

(شا) ইহার অর্থ, শামবাসি বিদ্বানগণের মতে এস্থলে এক আয়ত।

(تك) ইহার অর্থ, মক্কাবাসীদিগের মতে এস্থলে এক আয়ত।

وقف النبى অকফোন্নাবি, এস্থলে অকফ করিলে, হজরত নবি (ছাঃ) এর তা'বেদারি করা হইবে, সমধিক ছহিহ মতে কোরআন শরিফে ১১ স্থানে এই প্রকার অকফ আছে।

وقف غفران অকফে গোফরাণ, এই স্থলে অকফ করা উত্তম ইহাতে গোনাহ মা'ফ হওয়ার আশা আছে। কোরআন শরিফে ১০ স্থানে এইরূপ অকফ আছে।

وقف منزل – وقف جبرائيل অকফে-মঞ্জেল, ইহার দ্বিতীয় নাম অকফে-জিবরাইল, হজরত জিবরাইল (আঃ) জনাব নবি (ছাঃ) এর সাক্ষাতে এই স্থানে অকফ করিয়া ছিলেন। কোরআন শরিফে বিশ্বাসযোগ্য মতে ৬ স্থানে এইরূপ অকফ আছে—কোন রেওয়াএতে ৯ স্থানের এবং অন্য রেওয়াএতে ১৪ স্থানের কথা আছে।

ছাক্‌তার বিবরণ

ছাকতার অর্থ এরূপ একটু থামিয়া যাওয়া—যাহাতে নিঃশ্বাস বন্ধ না হয়। এমাম হাফছ (রঃ) এমাম আ'ছেম (রঃ) হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন যে, কোরআন শরিফে চারিস্থানে ছাকতা আছেঃ—

প্রথম ছুরা কাহাফের প্রথমে عوجا * سكتة এর পরে দ্বিতীয় ছুরা ইয়াছিনের ৪ রুকুতে من مرقدنا سكتة এর পরে তৃতীয় ছুরা কেয়ামতের প্রথম রুকুতে وقيل من سكتة راق এর من শব্দের পরে এবং চতুর্থ ছুরা তৎফিফে كلا بل سكتة ران এর بل শব্দের পরে ছাকতা হইবে।

হায়ে-জমিরের বিবরণ

যদি হায়ে-জমিরের পূর্ব্ব বা পরবর্ত্তী অক্ষরে হরকত (জের, জবর ও পেশ) হয়, তবে উহাতে পেশ থাকিলে, উহার সহিত একটি জজমযুক্ত ওয়াও এবং জের থাকিলে, উহার সহিত একটি জজমযুক্ত ইয়া যোগ করিতে হইবে, যথা—لربه لكنود ও ماله وما كسب ; কেবল لم يرضه স্থলে ওয়াও যোগ করা হয় না।

আর যদি উহার পূর্ব্ব অক্ষর ছাকেন হয়, তবে উক্ত 'হে'র সহিত ওয়াও এবং ইয়া যোগ করিতে হইবে না, যথা—فيه — عنه কিন্তু

এমাম হাফছ রহমতুল্লাহে আলায়হের মতে ছুরা ফোরকানের শেষ রুকুতে যে فِيْهٖ مُهَانًا আছে, এই স্থলে হায়-জমিরের সহিত জজমযুক্ত ইয়া যোগ করিয়া থাকেন। ইহাকে 'ছেলা' বলা হয়।

যদি হায়ে-জমিরের পূর্ব্ব অক্ষর হরকত বিশিষ্ট এবং পরবর্ত্তী অক্ষর ছাকেন হয়, তবে এস্থলে ওয়াও এবং ইয়া যোগ করা হইবে না, যথা— اَلَهُ الدِّيْنُ - بِهِ الَّذِىْ

যে যে স্থলে জের, জবর ও পেশ পরিবর্ত্তনে কাফের হওয়ার আশঙ্কা আছে

(১) ছুরা ফাতেহার اَنْعَمْتَ স্থলে اَنْعَمْتُ পড়িলে।

(২) ছুরা বাকারার ১৫ রুকুতে وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرٰهِيْمَ رَبُّهٗ এর মিমে পেশ এবং رَبُّهٗ শব্দের 'বে' অক্ষরে জবর পড়িলে।

(৩) উক্ত ছুরার ৩৩ রুকুতে وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ এর দ্বিতীয় দালের জবর পড়িলে বেং جَالُوْتَ এর 'তে' অক্ষরে পেশ পড়িলে।

(৪) এই ছুরার ৩৫ রুকুতে وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ এর আএন অক্ষরে জবর পড়িলে।

(৫) ছুরা নেছার ২২ রুকুতে رسلا مبشرين و منذرين এর জাল অক্ষরে জবর পড়িলে।

(৬) ছুরা তওবার ১ রুকুতে ان الله برئ من المشركين و رسوله এর رسوله শব্দের লামে এবং 'হে' অক্ষরে জের পড়িলে।

(৭) ছুরা বনি-ইছরাইলের ২ রুকুতে و ما كنا معذبين এর জাল অক্ষরে জবর পড়িলে।

(৮) ছুরা তহার ৭ রুকুতে و عصى ادم ربه এর মিমে জবর এবং 'বে' অক্ষরে পেশ পড়িলে।

(৯) ছুরা আম্বিয়ার ৬ রুকুতে انى كنت من الظالمين এর 'তে' অক্ষরে জবর পড়িলে।

(১০) ছুরা শোয়'বার শেষ রুকুতে لتكون من المنذرين এর জালে জবর পড়িলে।

(১১) ছুরা ফাতেরের ৪ রুকুতে انما يخشى الله من عباده العلماء এর الله শব্দের 'হে' অক্ষরে পেশ এবং العلماء শব্দের হামজাতে জবর পড়িলে।

(১২) ছুরা ছাফ্যাতের ২ রুকুতে منذرين

لقد ارسلنا فيهم ; এর জালে জবর পড়িলে।

(১৩) ছুরা হাশরের ৩ রুকুতে اَلْمُصَوِّرُ এর ওয়াও অক্ষরে জবর পড়িলে।

(১৪) ছুরা মোজাম্মেলের ১ রুকুতে فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ এর নুনে জবর পড়িলে।

(১৫) ছুরা মোরছালাতে ২ রুকুতে فِىْ ظِلَالٍ এর জোয় অক্ষরে জবর পড়িলে।

(১৬) ছুরা নাজেয়াতের ২ রুকুতে مُنْذِرُ শব্দের জালে জবর পড়িলে কাফের হওয়ার আশঙ্কা আছে।

কাজিখানে আছে, نَحْنُ خَلَقْنَا এর কাফে জবর পড়িলে, جَعَلْنَا এর লামে জবর পড়িলে وَ اَنْزَلْنَا এর লামে জবর পড়িলে, وَ مَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ এর 'হে' অক্ষরে জবর পড়িলে وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ এর দ্বিতীয় গায়েন জবর এবং তৎপরবর্ত্তী 'রে' অক্ষরে জের পড়িলে, وَ مَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗ اِلَّا اللّٰهُ এর দ্বিতীয় 'হে' অক্ষরে জবর পড়িলে, وَ اَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ

এর 'জে' অক্ষরে জবর পড়িলে, কাফের হওয়ার আশঙ্কা আছে।

হরুফে শামছি ও কামারী

যে আলেফ লাম কোন এছমের পূর্ব্বে সংযুক্ত হয়, উহাকে লামে তারিফ বলা হয়, উক্ত আলেফ লাম ১৪টি অক্ষরের পূর্ব্বে সংযুক্ত হইলে উহাকে এজহার করিয়া (স্পষ্ট করিয়া) পড়িতে হয়, উক্ত ১৪টি অক্ষরকে কামারী হরফ বলা হয়। বে, জিম, বড় হে, খে, আএন, গাএন, ফে, বড় কাফ, ছোট কাফ, মিম, ওয়াও, ছোট হে, হামজা, ইয়া এই ১৪টি অক্ষরকে কামারী হরুফ বলা হয়, এইরূপ আলেফলাম যুক্ত হইলে الباء আলবায়ো, الجيم আলজিমে, الحاء, الخاء, العين, الغين ইত্যাদি হয়, আলেফ লামের পরিবর্ত্তন হয় না।

আর অবশিষ্ট ১৪টি অক্ষর আছে, তৎসমস্তের সহিত আলেফ লাম যুক্ত হইলে, সেই অক্ষরগুলির সহিত এদগাম হইয়া যায়, এই অক্ষরগুলিকে শামছি বলা হয়, তে, ছে, দাল, জাল, রে, জে, ছিন, শিন, ছাদ, দোয়াদ, তোয়া, জোয়, লাম এবং নুন, এই অক্ষরগুলির সহিত আলেফ লাম মিলিত হইলে, লামকে এদগাম করিয়া পড়িতে হয়, যথা التاء আত্তায়া, الثاء আছ্‌ছায়ো, الذال الدال, ইত্যাদি। এইহেতু এই অক্ষরগুলিকে শামছি বলা হয়।

এমালার বিবরণ

এমালার অর্থ জবরকে জেরের দিকে ঝুকাইয়া দেওয়া, যেন উহা সম্পূর্ণ জবর কিম্বা জের না হয়, বরং জবর ও জেরের মধ্যে উচ্চারণ করা। এমালা দুই প্রকার—জবরকে জেরের দিকে ঝুকাইয়া দেওয়া, যেন

উহা প্রকৃত জের হইয়া না যায়, বরং জেরের নিকট নিকট হয়, ইহাকে এমালায় মোহাজা, এমালায় কোবরা এবং এমালায় তাম্মা বলা হয়।

জবরকে জেরের দিকে ঝুকাইয়া দেওয়া যেন উহা প্রকৃত জের হইয়া না যায়, বরং জবরের নিকট নিকট হয়, ইহাকে এমালায় ছোগরা, এমালায়-বাএন বাএন ও এমালাতোল্লাফাজএন বলা হয়।

এমাম আবু বকর শো'বা, হামজা ও কেছায়ি প্রভৃতি ক্বারীগণের নিকট কোরআনের অনেক স্থলে এমালা জায়েজ আছে, কিন্তু এমাম হাফছার নিকট কেবল ছুরা হুদের ৪ রুকুতে بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا এর 'রে' অক্ষরে এমালা করিতে হয় এবং কোরআনের অন্য স্থানে এমালা নাই।

হামজার তহকিক তবদীল ও তছহিল

দুই হামজা একস্থানে মিলিত হইলে, দুই হামজাকে সমান সমান আদায় করাকে তাহকিকে হামজা বলা হয়।

যদি দ্বিতীয় হামজাকে আলেফের সহিত বদল করা হয়, তবে উহাকে তবদিলে-হামজা বলা হয়।

যদি দ্বিতীয় হামজাকে আলেফের ন্যায় নরমভাবে পড়া হয়, যেন উহা তহকিক ও তবদীলের মধ্যভাবে উচ্চারিত হয়, তবে উহাকে তছহীল কিম্বা তলয়ীন বলা হয় যথা—

آلْئٰنَ - آلذَّكَرَيْنِ - آللّٰهُ

এই তিন শব্দের মূল ছিল;—

ءَالْئٰنَ - ءَالذَّكَرَيْنِ - ءَاللّٰهُ

এই স্থলে দ্বিতীয় হামজাকে আলেফের সহিত বদল করিয়া

آلْئٰنَ - آلذَّكَرَيْنِ - آللّٰهُ । করা হইয়াছে। ক্বারীগণ এই তিনস্থলে তছহিল ও তবদিল জায়েজ এবং তবদিল উত্তম বলিয়াছেন।

ءَاَنْذَرْتَهُمْ - ءَاَنْتُمْ এই দুই স্থলে তহকিক অর্থাৎ উভয় হামজাকে সমানভাবে আদায় করিতে হইবে।

এমাম হাফছ সমস্ত স্থলে দুই হামজার তহকিক করিতেন, কেবল ছুরা ফোছ ছোলাতের ءَاَعْجَمِيٌّ এর দ্বিতীয় হামজাতে তছহিল করিতেন, এতদ্ব্যতীত অন্যস্থানে তাঁহার মতে তছহিল নাই। قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ - قُلْ اَئِنَّكُمْ এই দুই স্থলে হামজাকে ওয়াও এবং ইয়ার সহিত বদল করা হইয়াছে।

কতকগুলি জরুরি নিয়ম

(১) ছুরা হোজরাতের بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ এর ছিনে জবর আছে, তৎপরে লামের অগ্র পশ্চাৎ দুইটি আলেফ রূপধারী হামজা আছে, উক্ত হামজাদ্বয়কে না পড়িয়া লামে জের দিয়া ছিনের সহিত যোগ করিতে হইবে, অর্থাৎ বে'ছা লিছমোল ফুছুক, পড়িতে হইবে।

(২) কোরআন শরিফের চারি স্থানে ছাদ লিখিত হইয়াছে, কিন্তু উহার উপরে ছোট ছিন লিখিত আছে, প্রথম ছুরা বাকারে আছে।

وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ

দ্বিতীয় ছুরা আ'রাফে আছে, فِى الْخَلْقِ بَصْطَةً এর দুই স্থলে এমাম হাফছের এক রেওয়াএতে আছে, ছাদ ও ছিন উভয় পড়া জায়েজ হইবে, অন্য রেওয়াএতে আছে, কেবল ছিন পড়িতে হইবে।

তৃতীয় ছুরা তুরে আছে, اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ এমাম হাফছের মতে এস্থলে ছাদ ও ছিন উভয় পড়া জায়েজ হইবে।

চতুর্থ ছুরা গাশিয়াতে আছে, بِمُصَيْطِرٍ এমাম হাফছের মতে এস্থলে কেবল ছাদ পড়িতে হইবে।

(৩) ছুরা আজহাবের (১) بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا (২) اَطَعْنَا الرَّسُوْلَا (৩) فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا এই তিন স্থলের শেষ আলেফকে মিলাইয়া পড়িবার সময় উচ্চারণ করিতে হইবে না, কিন্তু অক্‌ফ করার সময় উচ্চারণ করিতে হইবে।

(৪) ছুরা দহরে سَلٰسِلَا শব্দের শেষ আলেফকে মিলাইয়া পড়িবার সময় উচ্চারণ করিতে হইবে না, কিন্তু অক্‌ফ করার সময় আলেফের সহিত পড়া ও না পড়ার দুইটি রেওয়াএত আছে।

উক্ত ছুরাতে قَوَارِيْرَا শব্দ দুইবার উল্লিখিত হইয়াছে, প্রত্যেক

স্থলে আলেফ লিখিত আছে, যদি অকফ না করা হয়, তবে উভয় স্থানে আলেফ পড়িতে হইবে না, আর উভয় স্থানে অক্ফ করিলে উভয় স্থানে আলেফ পড়িতে হইবে একস্থানে অকফ করিলে, তথায় আলেফ পড়িতে হইবে, এমাম হাফছের অনুসরণকারিদিগের অভ্যাস এই যে, প্রথম স্থানে অকফ করিয়া আলেফ পড়িয়া থাকেন, দ্বিতীয় স্থানে মিলাইয়া পড়েন এবং আলেফ উচ্চারণ করেন না।

(৫) কোরআন শরিফে যে সমস্ত স্থলে انا শব্দ আছে, উহার শেষ আলেফ উচ্চারিত হইবে না, ইহাতে ক্বারিগণের মতভেদ নাই। এই انا শব্দের অর্থ আমি, আরবীতে ইহাকে জমির (ضمير) বলা হয়।

ছুরা কাহাফের لَكِنَّا هُوَ اللّٰهُ رَبِّى এর لَكِنَّا শব্দের শেষ আলেফ উচ্চারণ করিতে হইবে না।

ছুরা আল-এমরানের ১২ রুকুতে اَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ আছে, ছুরা ফোরকানের ৫ রুকুতে اَنَاسِىَّ كَثِيْرًا আছে, ছুরা জোমারের ২ রুকুতে اَنَابُوْٓا اِلَى اللّٰهِ আছে, এইরূপ لِقَاءَنَا - جَاءَنَا وَ اَبْنَاءَنَا অন্যান্য স্থলে আছে, এই কয়েক স্থলে যে, انا আছে, শব্দের একাংশ উহা জমির নহে, কাজেই উহা উচ্চারণ করিতে হইবে।

(৬) কোর-আনে যতস্থানে ثَمُوْدُ আছে, বিনা আলেফে আছে, কেবল চারি স্থলে আলেফের সহিত লিখিত আছে ছুরা হুদের ৬ রুকুতে আছে, اَلَآ اِنَّ ثَمُوْدَا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ছুরা ফোরকানের ৪ রুকুতে

আছে, وَ عَادًا وَّ ثَمُوْدَا وَ اَصْحٰبَ الرَّسِّ ছুরা আনকাবুতের ৪ রুকুতে আছে, وَ عَادًا وَ ثَمُوْدَا ছুরা নজমের ৩ রুকুতে আছে وَ ثَمُوْدَا فَمَا اَبْقٰى এই চারিস্থলে আলেফ উচ্চারণ করিতে হইবে না।

(৭) ছুরা ইউছুফে আছে, لَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ ছুরা আলাকে আছে, لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ (لَنَسْفَعَا) যদি لَنَسْفَعًا ও لَيَكُوْنًا এর উপর অকফ করিতে হয়, তবে তনবিন না পড়িয়া আলেফ পড়িতে হইবে।

(৮) কোরআনের কয়েকস্থলে لَا লিখিত আছে, কিন্তু উচ্চারণ কালে আলেফ বাদ দিয়া কেবল জবরযুক্ত লাম পড়িবে, ছুরা আল-এমরানের لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ স্থলে لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ পড়িতে হইবে। ছুরা তওবার وَ لَا اَوْضَعُوْا স্থলে وَ لَاَوْضَعُوْا পড়িতে হইবে। ছুরা নমলের اَوْ لَا اَذْبَحَنَّهٗ স্থলে اَوْ لَاَذْبَحَنَّهٗ পড়িতে হইবে। ছুরা ছাফ্যাতের لَاِلَى الْجَحِيْمِ স্থলে لَاِلَى الْجَحِيْمِ এবং ছুরা হাশরের لَا اَنْتُمْ اَشَدُّ স্থলে لَاَنْتُمْ اَشَدُّ পড়িতে হইবে।

(৯) ছুরা নমলে আছে, فَمَا اٰتٰنِيَ اللّٰهُ এমাম হাফছ মিলাইয়া পড়িবার সময় 'ইয়া' অক্ষরে জবর দিতেন, অকফ করিতে হইলে, ইয়া

থাকিবে, কিম্বা থাকিবে না, এতৎসম্বন্ধে তাঁহার দুই রেওয়াএত আছে।

(১০) সুরা কাহাফের ৯ রুকুতে আছে وَ مَا اَنْسٰنِيْهُ সুরা ফৎহের ২ রুকুতে আছে, عَلَيْهُ اللّٰهَ এই উভয় স্থলে হায়েজমির অন্যান্য ক্বারিগণ জের পড়িয়া থাকেন, কিন্তু এমাম হাফছ পেশ পড়িয়া থাকেন।

(১১) সুরা আনয়ামের ১৫ রুকুতে আছেঃ—

قَالَ النَّارُ مَثْوٰكُمْ *

আর সুরা ইউছুফের ৮ রুকুতে আছে;— قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ প্রথম স্থলে লামের জবর হালকা করিয়া নুনে গোন্না করিবে এবং আওয়াজ করিবে। দ্বিতীয় স্থলে লামের জবর হালকা করিয়া তশদীদযুক্ত লামের উপর গোন্না করিবে এবং মোটা আওয়াজ করিবে।

(১২) ইউছুফের ২ রুকুতে আছে;—

لَا تَأْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ *

এস্থলে নুনের উপর স্পষ্ট এদগাম হইবে না; বরং প্রথম নুনকে এজহার ও এদগামের মধ্যভাবে এখফা করিয়া পড়িতে হইবে।

কোরআনের সাত মঞ্জেলের বিবরণ

হজরত ওছমান (রাঃ) সাত দিবসে কোরআন খতম করিতেন প্রত্যেক দিবসে যে পরিমাণ পড়িতেন, সেই পরিমাণকে এক এক মঞ্জেল বলা হয়। প্রথম মঞ্জেল ছুরা ফাতেহা হইতে ছুরা নেছার শেষ পর্য্যন্ত।

দ্বিতীয় মঞ্জেল ছুরা মায়েদা হইতে ছুরা তওবার শেষ পর্য্যন্ত। তৃতীয় মঞ্জেল ছুরা ইউনুছ হইতে ছুরা নহলের শেষ পর্য্যন্ত। চতুর্থ মঞ্জেল ছুরা বনি ইছরাইল হইতে ছুরা ফোরকানের শেষ পর্য্যন্ত। পঞ্চম মঞ্জেল ছুরা শুরা হইতে ছুরা ইয়াছিনের শেষ পর্য্যন্ত। ষষ্ঠ মঞ্জেল ছুরা ওয়াছ-ছাফ্যাৎ হইতে ছুরা হোজরাতের শেষ পর্য্যন্ত। সপ্তম মঞ্জেল ছুরা কাফ হইতে কোরআনের শেষ পর্য্যন্ত।

এই মঞ্জেলের শুরু শুক্রবার হইতে এবং শেষ বৃহস্পতিবারে করিতে হয়। এইরূপ সাত দিবসে সাত মঞ্জেল শেষ করিলে মনস্কাম পূর্ণ হইয়া থাকে।

ছেজদায় তেলাওয়াতের বিবরণ

কোরআন শরিফে ১৪টি আয়ত পাঠ করিলে, কিম্বা শ্রবণ করিলে, ছেজদা করা ওয়াজেব হইয়া যায়, এই ছেজদাকে ছেজদায় তেলাওয়াত বলা হয়।

(১) ছুরা আরাফের শেষ রুকুতে اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ হইতে وَلَنْ يَسْجُدُوْنَ পর্য্যন্ত।

(২) ছুরা রা'দের দ্বিতীয় রুকুতে وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ হইতে وَالْاٰصَالِ পর্য্যন্ত।

(৩) ছুরা নহলের ৬ রুকুতে وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ হইতে مَا يُؤْمَرُوْنَ পর্য্যন্ত।

(৪) ছুরা বনি-ইছরাইলের শেষ রুকুতে قُلْ اٰمِنُوْا হইতে خُشُوْعًا পর্য্যন্ত।

(৫) ছুরা মরিয়ামের ৪ রুকুতে اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ হইতে وَ بُكِيًّا পর্য্যন্ত।

(৬) ছুরা হজ্জের ২ রুকুতে اَلَمْ تَرَ হইতে مَا يَشَاءُ পর্য্যন্ত।

(৭) ছুরা ফোরকানের ৪ রুকুতে وَاِذَا قِيْلَ হইতে نُفُوْرًا

(৮) ছুরা নমলের ২ রুকুতে اَلَّا يَسْجُدُوْا হইতে اَلْعَرْشِ الْعَظِيْمِ পর্য্যন্ত।

(৯) আলিফ, লাম, মিম তঞ্জিলের ২ রুকুতে اِنَّمَا يُؤْمِنُ হইতে لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ পর্য্যন্ত।

(১০) ছুরা ছাদের ২ রুকুতে قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ হইতে حُسْنُ مَاٰبٍ পর্য্যন্ত।

(১১) ছুরা হামিম-ছেজদার ৫ রুকুতে فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا হইতে لَا يَسْئَمُوْنَ পর্য্যন্ত।

(১২) ছুরা নজমের ৩ রুকুতে فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ হইতে وَاعْبُدُوْا পর্য্যন্ত।

(১৩) ছুরা এনশেকাকে وَاِذَا قُرِئَ হইতে لَايَسْجُدُوْنَ পর্য্যন্ত।

(১৪) ছুরা আ'লাকে كَلَّا لَا تُطِعْهُ হইতে وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ পর্য্যন্ত।

ছেজদায় তেলাওয়াতের বিস্তারিত মছলা—মছলা ভাণ্ডারে লিখিত আছে।

তকবির পাঠ ও কোরআন খতম করার নিয়ম

কোরআন খতমের সময় ছুরা দোহা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক ছুরার শেষে আল্লাহু আকবার বলা ছুন্নত, কোন কোন স্থানে ছুরার শেষ অক্ষরকে তকবির হইতে পৃথক করিয়া পড়া উত্তম, আর কোন কোন স্থানে মিলাইয়া পড়া উত্তম। যে ছুরার শেষ অক্ষর ছাকেন, উহাতে একটি জের বেশী করিয়া তকবিরের সহিত মিলাইবে যথা—

فَارْغَبِ اللّٰهُ اَكْبَرُ ـ فَحَدِّثِ اللّٰهُ اَكْبَرُ *

আর যদি শেষ অক্ষরে তানবিন থাকে, তবে উহাতে জের দিবে। ইহাকে নুন কুৎনি বলা হয়; যথা—

تَوَّابًا ناللّٰهُ اَكْبَرُ ـ لَخَبِيْرُ ناللّٰهُ اَكْبَرُ *

আর যদি জের, জবর ও পেশ থাকে, তবু মিলাইয়া পড়িবে, যথা—

حَاكِمِيْنَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ *

যদি উহার শেষ অক্ষর হায়ে জমির হয়, তবে না মিলাইয়া পড়া উত্তম যথা—

خَشِىَ رَبَّهٗ اَللّٰهُ اَكْبَرُ *

নামাজের মধ্যে ও বাহিরে উভয় স্থলে এইরূপ করিতে পারে।

(মছলা)

ছুরা ফাতেহা শেষ করিয়া আমিন পড়িতে হয়, ছুরা বাকারাহ শেষ করিয়া আমিন ও ছুরা বনি ইছরাইল শেষ করিয়া আল্লাহু আকবর পড়িতে হয়।

ছুরা ওয়াকেয়া ও হাক্কা পড়িয়া سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ

ছুরা মোলক শেষ করিয়া اَللّٰهُ يَاْتِيْنَا بِهٖ وَهُوَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

ছুরা কেয়ামাহ শেষ করিয়া بَلٰى وَعِزَّةِ رَبِّنَا

ছুরা মোরছালাত শেষ করিয়া اٰمَنَّا بِاللّٰهِ تَعَالٰى

ছুরা আ'লা শেষ করিয়া سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى পড়িতে হয়।

بَلٰى وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ছুরা তিন শেষ করিয়া

এবং ছুরা রহমানের فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ শুনিয়া

لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ পড়িতে হয়।

কোরআন আরম্ভ করা কালে 'তায়াওয়োজ' تعوذ পড়িতে হয়, ইহা অধিকাংশ বিদ্বানের মতে মোস্তাহাব।

কোন ক্বারী পড়িতেন, اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

কেহ পড়িতেন, اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطٰنِ

الرَّجِيْمِ এইরূপ আরও কয়েক প্রকার পাঠের নিয়ম আছে।

কোরআন শরীফের প্রত্যেক ছুরার প্রথমে তাওয়াজের পরে বিছমিল্লাহের রহমানের রহিম পাঠ করিতে হয়, কেবল ছুরা তওবার প্রথমে উহা পড়িতে হইবে না।

কালুন নামক কারী বলিয়াছেন, ছুরার প্রথমে বিছমিল্লাহ পড়া ছুন্নত। এমাম কেয়াছি, আছেম, ও এবনে কছির বলিয়াছেন উহা পড়া ওয়াজেব।

এমাম হামজা বিছমিল্লাহ না পড়িয়া দুই ছুরার মধ্যে মিলাইয়া

পড়িতেন যথা— لَخَبِيْرٌ اَلْقَارِعَةُ
ن

এমাম এবনো-আমের, আবু ওমার ও আরশ বিছমিল্লাহ না পড়িয়া দুই ছুরার মধ্যে ছাক্তা করিতেন।

আউজো ও বিছমিল্লাহ পড়ার চারি প্রকার নিয়ম আছে, প্রথম 'আউজো'র শেষ অক্ষরকে 'বিছমিল্লাহ' এর শেষ অক্ষরের সহিত এবং 'বিছমিল্লাহ' এর শেষ অক্ষরকে ছুরার সহিত মিলাইয়া পড়িতে হইবে।

দ্বিতীয় প্রত্যেকটি অক্ফ করিয়া পড়িবে।

তৃতীয়, আউজো 'বিছমিল্লাহ' এর সহিত মিলাইয়া পড়িবে, কিন্তু বিছমিল্লাহ অক্ফ করিয়া পড়িবে।

চতুর্থ, আউজো পড়িয়া অক্ফ করিবে, কিন্তু বিছমিল্লাহ ছুরার সহিত মিলাইয়া পড়িবে।

বিনা আউজো দুই ছুরার মধ্যে বিছমিল্লাহ পড়া তিন প্রকার হইতে পারে;—

প্রথম, ছুরার শেষ শব্দে অক্ফ করিয়া বিছমিল্লাহকে অন্য ছুরার সহিত মিলাইয়া পড়া।

দ্বিতীয়, প্রথম ছুরার শেষ অক্ষরে অক্ফ করা ও বিছমিল্লাহ অক্ফ করিয়া পড়া।

তৃতীয়, প্রথম ছুরার শেষ শব্দকে 'বিছমিল্লাহ' এর সহিত এবং বিছমিল্লাহকে দ্বিতীয় ছুরার সহিত মিলাইয়া পড়া কিন্তু শেষ ছুরার শব্দকে 'বিছমিল্লাহ' এর সহিত মিলাইয়া পড়া মকরুহ, কেননা বিছমিল্লাহে কোন কার্য্যের শুরু করার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ছুরার শেষে পাঠ করার জন্য নহে।

ইহা জানিয়া রাখা উচিত যে, কারী বিছমিল্লাহ অক্ফ করিয়া পড়িতে পারে, কিম্বা ছুরার সহিত মিলাইয়া পড়িতে পারে, কিন্তু ফাতেহা, কারেয়া, কামার, রহমান, কাহাফ, আনয়া'ম আম্বিয়া ছাবা, হাক্কা, আলাক ও ফাতের এই ১১টি ছুরার সহিত বিছমিল্লাহ মিলাইয়া পড়া উত্তম, আর বাইয়েনা, কেতাল, তাকাছোর, আবাছ, লাহাব, তৎফিক, হোমাজ, কেয়ামাহ ও বালাদ এই নয়টি ছুরার পূর্ব্বে বিছমিল্লাহ অকফ করিয়া পড়া উত্তম।

ছুরা তওবাতে বিছমিল্লাহ না থাকার কারণ এই যে, উহাতে খোদার গজবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, আর বিছমিল্লাহতে তাঁহার রহমতের কথা বর্ণিত হইয়াছে, এইহেতু উহাতে বিছমিল্লাহ নাই।

কোরআন খতম করা কালে ছুরা এখলাছের পূর্ব্বে একবার বিছমিল্লাহ উচ্চঃস্বরে পড়া হয়, উক্ত ছুরা তিনবার পড়া হয়, এবং ছুরা নাছ শেষ করার পরে ছুরা ফাতেহা ও ছুরা বাকারার আলেফলাম-মিম হইতে আলমোফলেহুন পর্য্যন্ত পড়া হয়, ইহা জায়েজ হইবে।

কোরআন পড়া শেষ হইলে, নিম্নোক্ত দো'য়া পড়া ছুন্নত ঃ—

صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ وَ بَلَّغَ رَسُوْلُهُ النَّبِىُّ الْكَرِيْمُ اَللّٰهُمَّ
انْفَعْنَا بِهٖ وَ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ
اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْحَىَّ الْقَيُّوْمَ *

কারিগণের নাম

৭জন প্রসিদ্ধ কারি ছিলেন, তাহাদিগকে 'শমুছ'কারী বলা হয় আর ৭ জন কারি ছিলেন, তাহারা 'শমুছ' কারিগণের মত প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই, ইহাদিগকে 'বদুর'কারী বলা হয়। প্রত্যেক কারীর দুইজন করিয়া ২৮ জন শিষ্য ছিলেন।

সমুছ কারিগণ	তাঁহাদের শিষ্যগণ
১) মদিনার এমাম নাফে'	কালুন, আরশ।
২) কম্মার এমাম এবনো-কছির	বজি, কোম্বল।
৩) বাসরার এমাম আবু আমর	দওরি, ছুছি।
৪) শামের এমাম এবনো-আমের	হেশাম, এবনো-জাকাওয়ান
৫) কুফার এমাম আ'ছেম	আবুবকর, হাফছ।
৬) কুফার এমাম হামজা	খালাফ বাজ্জাজ, আবুইছাখল্লাদ
৭) কুফার এমাম কেছায়ি	আবুল-হারেছ, দওরি।

বদুরকারিগণ	তাঁহাদের শিষ্যগণ
১) আবু-জা'ফর	ইছা, এবনো-হাম্মাদ।
২) এবনো-মাহাজ	বজি, এবনো-ছম্বাজ।
৩) ইয়াকুব	রোওয়াএশ, আবুল-হাছান।
৪) ছোলায়মান আ'মাশ	মোতাওলি, শাম্বুজি।
৫) খালাফ বাজ্জাজ	এছহাক আর্রাক, ইদরিছ।
৬) হাছান বাসারি	দওরি, ইছা তকি।
৭) এহইয়া তেরমেজি	আবু-আবওয়াব, এবনো কোজাহ।

কোর-আন শরিফের পারা, রুকু, আয়ত, কলেমা, অক্ষর, জের, জবর, পেশ ইত্যাদির সংখ্যা—

কো-আনের পারা— ৩০

ছুরা— ১১৪

রুকু—	৫৪০
আলেফ—	৪৮৮৭২
বে—	১১৪২২
তে—	১০১৯৯
ছে—	১২৭৬
জিম	৩২৭৩
হে—	৩৯৭৩
খে—	২৪১৬
দাল—	৫৬৪২
জাল—	৯৬৯৭
রে—	১১৭৯৩
জে—	১৫৯০
ছিন—	৫৮৯১
শিন—	২২৫৩
ছাদ—	২০১৩
দোয়াদ—	১৬০৭
তোয়া—	৭৪
জোয়া—	৮৪২
আএন—	৯২২০
গাএন—	২২০৮
ফে—	৮৪৯৯
বড় কাফ—	৬৮১৩
ছোট কাফ—	৯৫২০
লাম—	৩৩৪৩২
মিম—	২৬৫৩৫
নুন—	২৬৫৬০
ওয়াও—	২৫৫৩৬

হে— ১৯০৭০

লাম-আলেফ— ৪৭২০

হামজা— ৪১১৫

ইয়া— ২৫৯১৯

জবর— ৫৩২৪৩

জের— ৩৯৫৮২

পেশ— ৮৮০৪

মদ্দ— ১৭৭১

তশদীদ— ১২৫৩

নোক্তা— ১০৫৬৮১

কোর-আন শরিফের আয়তের সংখ্যা কত, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে।

আয়ত

কুফিগণের মতে— ৬২৩৬

বাসারিগণের মতে— ৬২১৬

শামিদিগের মতে— ৬২৫০

এছমাইল মাদানির মতে— ৬২১৪

মক্কাবাসিগণের মতে— ৬২১২

হজরত অবদুল্লাহ্-বেনে-মছউদের মতে— ৬২১৮

হজরত আএশার মতে— ৬৬৬৬

শেষোক্ত মতটি সমধিক প্রবল ৬৬৬৬

কোর-আর শরিফের শব্দ কত, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে।

হামিদের মতে— ৭৬৪৩০

মুজাহেদের মতে— ৭৬২৫০

আবদুল আজিজের মতে— ৭০৪৩৯

এবরাহিম এতিমির মতে— ৭৭৪৩৯

আতায়ে-খোরাছানির মতে— ৭৭৪৩৯

কোর-আন শরিফের কত অক্ষর, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে।

হজরত আবদুল্লাহ-বেনে-মছউদের মতে— ৩২২৬৭১ অক্ষর

হজরত আবদুল্লাহ-বেনে-আব্বাছের মতে— ৩২৩৬৭১ অক্ষর

এমাম মুজাহেদের মতে— ৩২১১২১ অক্ষর

এবরাহিম এতিমির মতে— ৩২৩০১৫ অক্ষর

আবদুল আজিজের মতে— ৩১১২০০ অক্ষর

এবরাহিম নাখয়ির মতে— ৩২৩২১৫ অক্ষর

যে অক্ষরগুলি পড়িতে হয় না, কেহ উক্ত অক্ষরগুলি গণনা করার সময় ধরিয়াছেন, অন্য কেহ তৎসমস্ত বাদদিয়াছেন, তশদিদ যুক্ত অক্ষরগুলিকে কেহ এক অক্ষর, কেহ বা দুই অক্ষর ধরিয়াছেন।

কেহ কোন শব্দকে এক শব্দ ধারণা করিয়াছেন, কেহ বা দুই শব্দ ধরিয়াছেন, এই হেতু বিদ্বানগণের মতভেদ হইয়াছে।

।। সমাপ্ত ।।